सवालों

প্রভাতী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী

প্রকাশক—শ্রীহিরণকুমার মৈত্র।
২নং বেথুন রো, কলিকাতা।

১৩৩৯

এক টাকা।

কলিকাতা—২নং বেথুন রো, "ভারতমিহির প্রেসে"
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

পরমারাধ্য পিতৃদেব

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ মৈত্র বিশ্বাস

মহাশয়ের

শ্রীচরণ-কমলে

যে রাগিণী এত দিন
বাজে নাই বীণাতে,
যে সুর তোমারে, প্রভু,
পারি নাই শুনাতে,
সে যেন মূরতি ধরি'
আলোকে পুলকে ভরি'
ভাসিছে অ-রূপ পরী
মম হৃদি-গগনে ;
আসিয়াছি দিতে তা'ই,
আজি শুভ লগনে।

আজ এ জীবন-সাঁঝে
পেয়েছি যা' মরমে,-
তোমারে তা' দিতে, প্রভু,
বাধিবে কি সরমে ?
জীবন-সাঁঝের বেলা
যে ফুলে ভরিলে ডালা,
সে ফুল তোমারি পদে
সঁপে' দিব যতনে,—
সারাটী জীবন ভ'রে
দেখিনি যে রতনে।

প্রভাতী

১

অশ্রু-সজল রুদ্ধস্বরে
আমার প্রাণের গান—
আধেক-প্রকাশ অ-প্রকাশের
ছিন্ন-তারের তান,
ওগো রাজা, তোমার সভায়
কেমন ক'রে শুনাই সবায়—
পালন করি তোমার আদেশ,
রাখি তোমার মান ?

অশ্রু-সজল রুদ্ধস্বরে
গাই কেমনে গান ?
আজ যে আমার কাতর বুকে
কাঁপ্‌ছে আমার প্রাণ !

আদেশ, প্রভু, কেমন ধারা,
ভেবেই আমি হই যে সারা,
বক্ষে স্বতঃই উথ্‌লে উঠে
দুখের অভিমান!

অশ্রু তোমার, কণ্ঠ তোমার,
তোমারি, প্রভু, গান;
সাজে কি, প্রভু, আমার তবে
তিলেক অভিমান?

আদেশ তব মাথায় নিয়া
—কাঁপেই যদি কাঁপুক হিয়া—
যা' পারি তা'ই শুনিয়ে যাব,
রাখ্‌ব তোমার মান।

২

তোমার পানেই চাইব আমি,
চাইতে যদি দাও ;
সব নিবেদন ক'রব তোমায়,
দয়াল, যদি নাও।
যা'-কিছু থাক্ 'আমার' ব'লে,
ঢাল্‌ব তোমার চরণ-তলে ;—
ধন্য হবে এ-অভাজন,
হেসেই যদি চাও।

৩

শিশুর মত সরল প্রাণে
রাজ গো তুমি রাজ ;
ফুলের মত গন্ধে রূপে
সাজ গো তুমি সাজ।
হাসির মত, চিত্ত-সুখে,
কোমল ছবি জাগ এ বুকে ;
বাজের মত কঠিন কভু
বাজ গো তুমি বাজ।
নিরাশ-দাহের দহন সম
জাগ' হে সদা হৃদয়ে মম,
পাওয়ার মত তৃপ্তি তুমি—
রাজ গো প্রাণে রাজ।

৪

মোর গোপন-মরমে সদা রহ জেগে,
সকল করমে থাক ;
জনমে জনমে সরমে ধরমে
সতত আবরি' রাখ।
ফুলের মত ফুটাইয়া তুলি'
ঝরাও আমার সব দলগুলি,
ধূলায়—তোমারি চরণ-ধূলায়
হৃদয়-বৃন্ত ঢাক ;—
মোর গোপন-মরমে, হে প্রভু-আমার,
সতত জাগিয়া থাক।

৫

নিশার আঁধার সরিয়ে দূরে,
পূর্ণ-স্নেহের আশীর্ব্বাদের মত,
আস্‌ছে নেমে ভোরের-আলোর-ধারা—
ধরার বুকে ফুল ফুটিয়ে কত !
পাখীর বাসায় ঘুম-ভাঙ্গানী গান—
কতই ভাষায় আকুল করে প্রাণ ;
বক্ষে আমার অক্ষমতার ব্যথা
ততই জাগে, জাগিয়া উঠি যত !
অরুণ-কিরণ শিশির-ভেজা-ঘাসে
মুক্তা-হারের দ্যুতি পরকাশে,
সোণার আলো সবুজ পাতার বুকে
হাওয়ার সনে খেল্‌ছে শিশুর মত !
আমার এই হৃদয়-দেউল মাঝে
কে যেন ওই ঊষার আলোর সাজে,—
কি দিয়ে হায় ক'র্‌ব যে তা'র পূজা,
ভেবে আমার মুগ্ধ-নয়ন নত !

৬

তোমার পরশ লাগে আমার শিরে,
ক্ষণে আবার তপ্ত-আমার-বুকে ;
তোমার স্নেহ-দিঠির সুধা-ধারা
ঝরে আমার তৃষ্ণা-কাতর মুখে ।
অহর্নিশি তোমার দয়ার দানে,
শূন্য-জীবন-পাত্রখানি মোর
কানায়-কানায় যায় যে পূর্ণ হ'য়ে,
রস-ধারায় চিত্ত ক'রে ভোর ;
দাও তো দয়াল, হারাই যে হে তবু,
মরুর-মত-সর্ব্বনাশা-হিয়া
তোমার কাছেই রিক্ত-দু'হাত পেতে
রহে শুধু তোমায় নিরখিয়া !

৭

আমার-আঁধার-নিশা
প্রভাত করিয়া দাও,
আশীষ-আলোক-ধারা
মাথায় ঝরিয়া দাও।

দাও ও-চরণ-রেণু, বাজাও তোমার বেণু,
করুণ নয়ন মেলি'
বারেক ফিরিয়া চাও।
বাসনার যত ব্যথা, মরমের মলিনতা,
তোমারি—তোমারি করে
সকলি মুছিয়া দাও।
তব-পদ-পরশনে এ-দীন-অধম-জনে
তোমারি দয়ার-দানে
যোগ্য করিয়া নাও।

৮

বাঁধো আমায়—আরো বাঁধো
দৃঢ়-কঠিন-পাশে,
কাঁদাও মোরে—আরো কাঁদাও
সকল-আশা-নাশে।
আরো-দৃঢ়-কঠিন-করে
জীবন-পাত্র দাও গো ভ'রে
তীব্র জ্বালার গরল-দাহে
বজ্র-অনল-ত্রাসে!

সকল দুঃখ সইবে যে মোর
তোমার-দেওয়া ব'লে,
সকল ব্যথাই বইব বুকে
রুদ্ধ-নয়ন-জলে;
কান্না-হাসি জীবন-মরণ,
সবার মাঝে তুমিই শরণ,
তোমার-জ্যোতিঃই এ দীন-প্রাণে
যেন হে পরকাশে!

৯

অমন ক'রে লুকিয়ে কেন থাক,
পরশ দিয়েও দাওনা কেন ধরা ?
শিশুর মত লুকোচুরি-খেলা
এ কি তোমার পরাণ-পাগল-করা
গোপন-হিয়ার বন্ধ-আগল খুলি'
বারে-বারে চাও যে আনন তুলি' ;
দেখ্‌ব ব'লে চাই গো যদি ফিরে,
অম্‌নি দুয়ার বন্ধ কর ত্বরা ।
ওই চপলার-চমক সম
এই যে ক্ষণিক-দেখা,
আমার বুকে যায় যে লিখে'
কি যে আলোক-লেখা !
এই-টুকুতেই মত্ত আমার প্রাণ,
এই টুকুতেই যাই যে ভুলে' ধরা ;
এই-টুকুতেই স্বর্গ-সুধা ক্ষরে,
নন্দনেরি গন্ধে ভুবন-ভরা !

লুকোচুরির এই যে খেলা তব,
বিশ্ব আমার চক্ষে নিতুই নব ;
যে দিন আমার সত্য প্রকাশ হবে,
ভুলবো যে গো স্বর্গ-নরক-ধরা,
ওগো আমার ভুবন-আলো-করা !

১০

নবীন ধানের শোভায় মুগ্ধ
দাঁড়ায়ে যখন একা,
কূজন-মুখর শারদ প্রভাতে
পেয়েছি তোমার দেখা,-
কোন্ দিব্য তুলিতে লেখা !
তরুণ অরুণ সাঁতারি' যখন
বালকের মত চলে—
ক্রীড়াশীল-করে পরশি' পরশি'
শত শত শতদলে,
এই দীঘিকার কালো জলে ;
ধীরে দোলা দিয়ে শেফালি রাশিরে
মধুর সুবাস সনে
ঊষার সমীর চামর ঢুলায়
যখন আপন মনে—

ওই শুভ্র কাশের বনে ;
আঁচল তোমার লুটে' পড়েছিল
পূর্ব্বগগন পাশে,
মালাটি তোমার টুটে' পড়েছিল
শিশির-সিক্ত ঘাসে—
কোন্ অজানিত উচ্ছ্বাসে !
হাসিটি তোমার ফুটে' উঠেছিল
কোমল-কমল-মুখে,
মমতা তোমার ঝরে' পড়েছিল
তৃষিত-ধরার বুকে—
কোন্ বেদনা-বিধুর সুখে !
আঁধার পটেতে লিখিয়া নিয়েছি
আলোর-তুলিতে-লেখা
সৌম্য মৌন মূরতি তোমার,
পেয়েছি যখন দেখা—
এই শরৎ-প্রভাতে একা !

১১

আকাশ-পথে সোণার-রথে
সোণার বেণু ল'য়ে হাতে,
সোণার আলো অঙ্গে মাখি'
করুণ তোমার নয়ন-পাতে,
যে দিন তুমি চেয়েছিলে,
ওগো দয়াল, আমার পানে,
সান্ত্বনারি ফল্গু-ধারা
বহিয়ে দিয়ে প্রাণে প্রাণে ;
তোমার চোখের সেই-যে-চাওয়া—
সেই যে নীরব-দয়ার-ধারা,
তপ্ত-মরু-এ-মোর-বুকে
ঝর্‌ল মন্দাকিনীর পারা ;
তোমার তরে সাজানো মোর
দেখ্‌লে চেয়ে পূজার থালা,
সফল ক'রে দীন-আয়োজন—
জুড়িয়ে দিয়ে সকল জ্বালা।

এতদিন যে জেনেছিলাম
জন্ম-জীবন আমার মিছে,
ভূতের বোঝা ব'য়েই যাব
পড়ে' থেকে সবার পিছে ;
এম্‌নি অশ্রু বইবে চোখে,
শুন্‌ব দুঃখ-সাগর-ঢেউ,
ব্যথার-ব্যথী আস্‌বে না গো
আমার কাছে বারেক কেউ ;
এম্‌নি ধূলায় রইব প'ড়ে—
ছিন্ন-কন্থা মলিন-বেশ,
সবার ঘৃণা অবহেলায়
হবে আমার জীবন-শেষ !
সেই যে দুখের-বাদল-ঘন,
অমানিশার-আঁধার-রাতি,
দূর ক'রে আজ আস্‌লে তুমি
পূর্ণিমারি পূর্ণ-ভাতি ।
ধন্য আমার পথের ধূলা—
আজ যে তাহাই স্বর্ণ-রেণু ;
সার্থক মোর ব্যথা ও-বেদন,—
বাজল্‌ তোমার নীরব-বেণু !

১২

বক্ষে কিসের ঢেউ লাগে,
দোল্ খেয়ে তাই প্রাণ জাগে!
    কোন্ অসীমের-মাঝখানে,
    কোন্-অজানার-সন্ধানে,
মত্ত-আমার-মন-বীণা আজ
        কোন্ অ-দেখার প্রেমরাগে?
—বক্ষে আমার ঢেউ লাগে!

মিল্‌বে দরশ সেই অ-দেখার,
        অ-ধরা সে-জন প'ড়্‌বে ধরা,
কাণে-কাণে আজ আশার বাণী
        বল্‌ছে কে মোর পাগল-করা।
অন্তর মোর অশেষ-পথে
ছুট্‌ল যে তাই পুলক-রথে;
বাঁধন-ব্যথা দূর ক'রে সব
        কোন্ অনাদির অনুরাগে
আজ্‌কে আমার প্রাণ জাগে!

১৩

পাখীর প্রভাত গানে
এ কি ব্যথা জাগে প্রাণে !—
কে যেন আমার রয়েছে সু-দূরে
কত-জনমের-জানা,
আসি-আসি ক'রে শুধু বারে বারে
অন্তরে দেয় হানা।
আমি চমকিয়া ফিরে চাই,
সেথা নাই, নাই—কেহ নাই ;
স্তম্ভিত ব্যোম, বিস্মিত ধরা,
পাখীর প্রভাত গানে
ব্যথা জেগে ওঠে প্রাণে !
কূজন-মুখর কুলায়ে যখন
অরুণ-কিরণ হাসে,
চঞ্চল বায়ু শিশুর মতন
যখন আমারে ভাষে,
মোর বেদনা-বিধুর-হিয়া
রহে তবু নিরখিয়া—
অজানা-সে-জনা আসিবে বলিয়া
তাহারি পথের পানে।
—এ কি ব্যথা জাগে প্রাণে !

১৪

গহন পথে জ্যোতির রেখা
জ্বালো, প্রভু, জ্বালো ;
এ মরু হৃদে মন্দাকিনী
ঢালো প্রভু, ঢালো।

দৈন্যভরা এই জীবনে,
নিরাশ-অনল-দগ্ধ মনে,
গভীর আশার অভয় বাণী
ঢালো, প্রভু, ঢালো।

বদ্ধ হৃদি-অন্ধকারে
নন্দনেরি গন্ধ-ভারে
পূর্ণ করি' ছড়াও তোমার
আলো, প্রভু, আলো।

১৫

সেদিন তুমি বলেছিলে
আমার কাণে—
ভ'র্‌বে আমার শূন্য হিয়া
তোমার দানে ;
তোমার সোণার বীণা করে
আপনি তুমি দেবে ভ'রে
চির-উদাস চিত্ত আমার
তোমার গানে।
কখন যে সে 'ক্ষণ' হবে তা'
বুঝ্‌তে নারি,
দিঠি যে মোর রুদ্ধ করে
অশ্রুবারি।
জীবন-তপন অস্তগামী,
আশায় তবু আছি, স্বামি,
তপ্ত ধরা চাহে যেমন
মেঘের পানে।
জাগ্‌ছে প্রাণে,—ভ'র্‌বে প্রভু
তোমার দানে।

১৬

কি গান তুমি শুনিয়ে গেলে
সেই যে প্রভাত বেলা,—
ঊষা যখন আপন মনে
খেল্‌ছে ফুলের-খেলা,
নানান সুরে বিহগ যত
বসায় গানের মেলা ;—
কি গান তুমি শুনিয়ে গেলে
তেমন প্রভাত বেলা।

যেই সুরেতে ভাঙ্গল আমার
ভোরের ঘুমের ঘোর,
সেই যে সুরে কেটে গেল
স্বপন-সুখের ডোর ;
উচ্ছলিত উৎস সুরের
সাম্‌নে ছড়ায় মোর—
নীল গগনের নীলটুকু আজ
যেই হরষে ভোর,

যে গানে আজ উঠ্‌ছে কাঁপন—
দেখ্‌ছি গাছে গাছে,
যে গানে আজ আস্‌ছে বাতাস
আমার বুকের কাছে,
জান্‌লা পথের রশ্মিরেখা
যে গানে আজ নাচে,
যে গানে আজ কাঁপ্‌ছে ছায়া
আলোর পাছে পাছে!
সে কি যে গান গাইলে তুমি
ধ'রে কেমন তান,
এ কি তোমার গান গাওয়া গো
এ কি তোমার গান!—
আকুল হ'ল কেমন যেন
আমার হৃদয় প্রাণ,
কি সুরে আজ প্রভাত বেলা
গাইলে তুমি গান!

১৭

জানিনি ত প্রভু আগে,
অন্তর মম গোপনে গোপনে
করুণা যে তব মাগে ;
দিবস নিশায় মরু-পিপাসায়
তব আশা-পথে জাগে,—
জানিনি ত আমি আগে।

আজি শুনিয়াছি কণ্ঠ তোমার
বক্ষ-দুয়ারে বাজে,
মরম-বঁধুর চকিত চাহনি
হেরেছি জীবন সাঁঝে ;—
ক্ষণে ক্ষণে তাই তোমা পানে চাই
নির্ভর ভীতি-লাজে।

সবার অধিক তোমারে যে চাই,—
তিলেক জানিনি আগে ;
চিত্ত-কুসুম বিকসিত আজি
তোমারি অরুণ রাগে,
এ প্রাণ-বীণায় ঝঙ্কার তুলি'
তোমারি রাগিণী জাগে,—
জানিনি ত প্রভু আগে।

১৮

আকাশ-বীণায় বাজাও তোমার
আকাশ-বাণীর ঝঙ্কারে,
আকাশ সম অসীম উদার
আকাশ-ব্যাপী ওঙ্কারে !

সুরের কাঁপন আসুক ছুটে'
জীবন জাগুক হৃদয়-পুটে—
পুষ্পে যেমন পুলক ফুটে
অরুণ কিরণ সঞ্চারে !

রয়েছি ব'সে শ্রবণ পেতে—
পার্‌ব কখন উঠ্‌তে মেতে
তোমার বীণার ঝঙ্কারেতে,
দূর করে' সব শঙ্কারে।
আকাশ-বীণা বাজাও তোমার
আকাশ-ভরা ওঙ্কারে।

১৯

ওগো সুন্দর অন্তর-তম,
আজি এ মুগ্ধ প্রাণ
এনেছি বহিয়া চরণে তোমার
অর্ঘ্য করিতে দান।

শোভন শারদ উষাতে,
ঝরা-শেফালির ভূষাতে,
তোমারে সাজাতে আসিয়াছি, করি'
প্রভাত-কিরণে স্নান।

তরুণ-অরুণ-আলোকে
শিশিরের মালা ঝলকে ;
কাশের গুচ্ছে বেঁধেছি ব্যজনী,
বীণায় বেঁধেছি গান,
তোমারি চরণে আসিয়াছি দিতে
মুগ্ধ এ দীন প্রাণ।

২০

অন্তরের অন্তস্তলবাসী
ওগো মোর অন্তর-দেবতা !
কেন আজি বাহিরিয়া এলে ?
জানাইতে কিসের বারতা ?
শুনি নাই কি আদেশ তব—
কি ইঙ্গিত করিয়াছি হেলা ?
দেবতারে ঠেলে রাখি' দূরে
করেছি কি ধূলা ল'য়ে খেলা ?
প্রকৃতিরে করি নাই পাঠ
প্রাণ দিয়া ভকতের মত ?
অন্তরের আসনে বসিয়া
হই নাই সাধনায় রত ?
ক্ষুদ্র ব্যর্থ শত আন কাজে
দণ্ডে দণ্ডে কেটে যায় কাল,
তাই আজি দেখা দিলে না কি
হে আমার প্রসন্ন দয়াল !

ছাড়ি' এই হৃদয়-মন্দির
ওগো মোর জীবন-দেবতা,
বাহিরিয়া এলে আজি তুমি
জানাইতে কিসের বারতা ?

ক্ষুদ্র হৃদি-পূজাগৃহে আর
ধরে না কি তোমার আসন ?
বিশ্ব জুড়ে' হেরি কিগো তাই
তব রূপ বিশ্ব বিমোহন।

২১

ধূলার মাঝেই তোমার সোণার দান,
জান্‌ত না তা' কাঙ্গাল আমার প্রাণ।
বৃথাই আশার বোঝা ব'য়ে,
বেড়াত সে ব্যাকুল হ'য়ে,
জাগিয়ে শুধু জানিয়ে শুধু
আপন অভিমান।

আজ জীবনের আঁধার সাঁঝে
মিলেছে এই পথের মাঝে,
আপন হাতেই তোমার-দেওয়া
অমূল্য এই দান,
জান্‌ত না যা' কাঙ্গাল আমার প্রাণ।

২২

কতই করিছ দান,
জীবন-পাত্র গেছে যে ভরিয়া
এত-টুকু নাহি স্থান!
চালিছ কত যে সুধা,
মিটিয়া গিয়াছে ক্ষুধা,
আঁধারে আলোকে
পুলক ঝলকে
দুখ-ব্যথা অবসান ;
কতই করিছ দান!

অধম যোগ্য নয় ;—
এ যে দান তব অহেতুক দয়া—
করুণার পরিচয়!
সারাটি জীবন ভ'রে
একটী বারেরো তরে
ডাকি নি ত প্রভু,
চাহিনি ত কভু,
করিয়াছি শুধু ভয় ;
অধম যোগ্য নয়।

তপ্ত এ মোর শিরে
করুণা-শীতল তব স্নেহ-ধারা
সতত ঢালিছ ধীরে।
বিজনে আঁধার রাতে
নিয়ত চলেছ সাথে ;
মরু-পিপাসায়
নাশিতেছ, হায়,
স্নিগ্ধ তুষার-নীরে।

তোমার মধুর তান
এ প্রাণ-যন্ত্র দিয়াছে ভরিয়া
মঙ্গলময় গান।
বক্ষে শকতি দাও,
যোগ্য করিয়া নাও ;
এ দীন হৃদয়
কেমনে বা বয়,
এত দান অফুরান !

২৩

আনন্দ আজ ছড়িয়ে দিলে কেন
বকুল ফুলের অঞ্জলিটির মত,
জ্যোছনা-ধবল ফাগুন সন্ধ্যা-বেলা
সরিয়ে দিয়ে দুঃখ বিষাদ যত!
দখিণ হাওয়া আনন্দেরি ভাষে
আনন্দ-হীন আমায় আজি ভাষে,
প্রাণ-সাগরে আনন্দেরি ঢেউ
বক্ষ-বেলায় আঘাত করে কত।
জগৎ-জোড়া আনন্দেরি মেলা
আমায় ঘিরে' কর্‌ছে যেন খেলা,
আনন্দের এই অন্তবিহীন দান
সইতে প্রভু পার্‌বে কি এ প্রাণ?
তপ্ত কাচে তুষার পরশ সম
আচম্বিতে ভাঙ্গবে প্রিয়তম,
ক্ষণে ক্ষণে শঙ্কা জাগে মনে;
—সকল আশা তোমার চরণ-গত।

২৪

নিঝুম ঘন গভীরতর,
রজনী ঘোর অন্ধকার,
বিশ্ব যখন সুপ্তি-মগন,
পুষ্প-বুকে গন্ধ-ভার ;
পাখী যখন ঘুমায় নীড়ে,
ঝিল্লি মুখর কানন ঘিরে,
জোঁনাক-পোকার অযুত হীরায়
ঝিকি-মিকি চন্দ্রহার ;
হাতের ধনও যায় না দেখা,
নিজের কাছেও নিজেই একা ;—
প্রাণ-উদাসী বাজাও বাঁশী
আমার চির-বাঞ্ছনার।
প্রাণ যে ছুটে গহন বনে
তোমার কাছেই সংগোপনে,
বাজ্‌লে বাঁশী যায় কি থাকা
রুদ্ধ ক'রে হৃদয়-দ্বার ?
বিশ্ব যখন নিদ্রা-বিভোর,
রাত্রি যখন অন্ধকার !

২৫

প্রাণের মাঝে তোমায় যেন পাই,
যেমন ক'রে তোমায় পেতে চাই,—
শাঙণ-ধারায় ধৌত নত
স্নিগ্ধ অমল যূথীর মত,
ক্ষুদ্র শিশুর সরল মুখে
তোমার বিকাশটাই!
অসীম এস সসীম হ'য়ে,
অরূপ এস রূপটী ল'য়ে,
আমার এ-ক্ষীণ দিঠির আগে
তোমার বিকাশ চাই।
একটী ছোট মধুর গানে,
দূর-আগত বাঁশীর তানে
হৃদয় ভ'রে জীবন ভ'রে
তোমায় যেন পাই।
ওগো আমার চাওয়ার নিধি,
দাবী ক'রে পাওয়ার নিধি,
তোমার পানে লও টেনে মোর
সকল বাসনাই।

২৬

সাতটি রঙ্গে রঙ্গীন ক'রে তোলো-
অন্ধকারের পর্দ্দাখানি খোলো।

তোমার তুলি বারেক টানি'
ইন্দ্রধনুর বরণ খানি,
বুক থেকে আজ দিক সরিয়ে—
সব নিরাশার কালো।

রং ফলানোই কাজ যে তোমার,-
সূর্য্যে চাঁদে বর্ণ-বাহার,
দূর গগনে রংটী নীলের
তুমিই ব'সে ঢালো ;

ধূমকেতুর ঐ তীব্র শিখা—
তোমার তুলির দীপ্ত লিখা ;
ঐ যে তারার স্নিগ্ধ ভাতি—
সেও ত তুমিই জ্বালো ;

সবুজ পাতার শ্যামল শোভা
তোমার করেই নয়ন-লোভা,
লক্ষ রঙ্গে লক্ষ পাখীর
পালক ভ'রে তোলো ।

আঁধার আমার হৃদয়-পটে—
প্রাণ-প্রবাহের ভাঙ্গা তটে,
সেই তুলিকার ঈষদ্ টানে
ফুটাও অরুণ-আলো—
পরাণ-প্লাবী নবীন আশার
কনক-কিরণ ঢালো ।

২৭

তোমার বাতাস ডাক্‌ছে আজি
বাহির পানে ;
তোমার আকাশ ডাক্‌ছে মোরে
গভীর তানে।
তোমার আলো শিশুর মত
আঁচল ধ'রে টান্‌ছে কত,—
খোলা তাহার খেলার মাঠে,
ভরা তাহার গাঙের ঘাটে ;
ফুলগুলি সব হাতছানি দেয়
ফুল্ল প্রাণে।

আমিও যে গো মাথার বোঝা
নামিয়ে ফেলে'
জীবন-ভরা কান্না-রাশি
দু'হাতে ঠেলে'
ভুলে' গিয়ে সকল কথা,
ডুবিয়ে দিয়ে দৈন্য ব্যথা,

আনন্দেরি মেলার মাঝে,
আনন্দেরি সফল কাজে,
ছুটে' গিয়ে চাই গো দিতে
হৃদয় মেলে'।

আমায় কে বা পিছন থেকে
রাখ্‌তে চায়,
অচেনা কোন্ শিকল দিয়ে
বাঁধ্‌তে চায়।
কোন্ সাগরের জোয়ার-জলে
সকল বাধা যায় গো চলে';
পুরানো সেই বাঁকের কোণে
অন্ধকারের গহন বনে,
আশার চোখে চেয়ে আবার
হতাশ প্রাণে—
তোমার সভার ডাক শুনি গো
গভীর তানে।

২৮

বাজ্‌ল না রে সেতার খানি,
বাঁধ্‌তে গিয়েই ছিঁড়ল তার ;
ফুট্‌ল না সে রাগ-রাগিনী—
এ বুকে বই যা'দের ভার ;
যে ব্যথা মোর গোপন প্রাণে,
যত্নে সুরে ছন্দে গানে
এই সভাতেই চেয়েছিলাম
একটু-খানি প্রকাশ যা'র।
একটু-খানি ছড়িয়ে দিতে,
একটু-খানিই ভ'রে নিতে,
জীবন-ব্যাপী হাহাকারের
আকাশ-ব্যাপী শূন্যতার ;—
বাজ্‌ল না সে সেতার আমার
বাঁধ্‌তে গিয়েই ছিঁড়ল তার।

২৯

আনন্দেরি রাজ-সভাতে
এসেছে মোর ডাক !
ঘরের যা' কাজ আছে ঘরে,
ঘরেই প'ড়ে থাক্ ;
অ-শেষ সে সব সার্‌তে গেলে,
'ক্ষণ' যাবে যে আমায় ফেলে,
হৃদ্-বীণাতে বাজ্‌বে না আর
বসন্তেরি রাগ।

পিছন ফিরে' চাই যদি ত
হবে না মোর যাওয়া,
পাওয়ার-মত-পাওয়া আমার
হবে না আর পাওয়া।
হর্ষ-উছল গভীর রোলে
আমার হৃদয়-সিন্ধু দোলে,
প্লাবন যদি ভাসায় বেলা—
ভেসেই তবে যাক্।
—আনন্দেরি রাজ-সভাতে
এসেছে মোর ডাক।

৩০

তোমার পায়েই পৌঁছে দেব সব—
যা' কিছু মোর সুখের হাসি,
দুখের কলরব।
জীবন-ভরা অক্ষমতা,
ক্ষুদ্র বুকের বিরাট ব্যথা,
অশ্রু-নীরে তোমায় ঘিরে'
করবে মহোৎসব।
—শ্রীচরণে পৌঁছে দেব সব।

সেই আশাতেই চল্‌ছি ছুটে'
ভারি বোঝা মাথায় তুলে',—
পথের শেষে চাও যদি গো
বারেক দু'টি নয়ন খুলে';
পড়িই যদি দিঠির তলে,
পারবে না ত যেতে চ'লে,
এগিয়ে এসে শুনবে শেষে
কান্না হাসির স্তব;
—শ্রীচরণে পৌঁছে দেব সব।

৩১

একটী সুরে আকাশ ভ'রে
ছাপিয়ে পড়ে তান—
আমার বীণায় দাওনা বেঁধে
এম্‌নি ছোট গান।

ভুলে' গিয়ে দিবস রাতি
বীণার সনে রইব মাতি'
তুচ্ছ ক'রে সব দীনতা—
তুলব ভ'রে প্রাণ,
আমার বীণায় দাও না বেঁধে
একটি ছোট গান।

যন্ত্রি ও গো, বীণায় আমার
পরাও নূতন তার,
ছিন্ন তারের ক্লিষ্ট বেদন
সয় না বুকে আর ;

নূতন তারে, নূতন গানে,
দাওনা ভ'রে আমার প্রাণে,
নূতন ছন্দে দাও সাজিয়ে
নূতন সুরের হার,
যন্ত্রী তুমি বীণায় আমার
পরাও নূতন তার।

৩২

তুমি সেই সুরেতেই গাও—
যে সুর তুমি আমার গানে
ফুটিয়ে দিতে চাও।
হোক্ না কেন বজ্র-কঠোর
সইবে বীণে তা'ও ;—
তুমি সেই সুরেতেই গাও।
এযে তোমার বাঁধা বীণা,
এ গান যে গো তোমার চিনা,
—এই কথাটী জান্‌তে শুধু,
বুঝতে শুধু দাও।
—তুমি আপন সুরেই গাও।

৩৩

কখন ফুটিবে তোমার আলোক
কুহেলি-আঁধার কেটে' ?
কখন ঝরিবে তোমার পুলক
সুনীল গগন ফেটে' ?
কখন তোমার সোণার বীণাটি
বাজিবে নূতন সুরে ?
অভয় বাণীটি ধ্বনিবে কখন
আমার জীবন-পুরে ?
কখন বুলাবে স্নেহের পরশ
আমার ভিখারী শিরে ?
করুণা-ধারায় ধোয়াবে কখন
দগধ হৃদয়টিরে ?
দিবস রজনী সে আশে আমার
মরম রয়েছে জাগি'—
শেফালি কুঁড়ির প্রাণের বাসনা
যেমন আলোর লাগি'।

৩৪

অশ্রু-সাগর সাঁতারি' চলেছি
আকুল লহরে দুলে',
দিবসের শেষে উঠিব ভরসা
তোমারি চরণ-কূলে।
ডুবে' আসে ভানু, বহে' যায় বেলা,—
কখন পাইব তব পদ-ভেলা ?
অশেষ সাঁতার, পারি না যে আর—
ধর' প্রভু, লহ তুলে'।
অবশ এ ক্ষীণ বাহু দু'টি ল'য়ে
আর কত কাল চলিব এ ভাবে
অশ্রু অপার ব'য়ে ?—
আসিছে যামিনী,—যাবে কিগো দেখা
তব পদ-তটে আলোকের রেখা ?
উঠিবারে যেন পারি দয়াময়
মোহ অবসাদ ভুলে'—
তোমারি চরণ-কূলে।

৩৫

নিকষ-কালো আকাশ-কোলে
কাঁচা সোণার বরণ-রেখা ;
মেঘের ফাঁকে তারার আলো,
দেখা দিয়েই হয় অ-দেখা ;
রাত্রি যেন আঁধার-ভারে
নুইয়ে পড়ে ধরার বুকে,
ভিজে মাটির গন্ধ পরশ
চায় সে নিতে কি উৎসুকে ;
ঝিল্লি শুধু অন্ধকারে
ভাঙ্‌ছে নিশার নীরবতা ;
—ভাব্‌ছি বসে' একলা আমি
অজানা সে কতই কথা,—
ওই যে আঁধার আকাশ-পটে
এই যে অমার আঁধার রাতি,
আস্‌বে ঊষা, প্রভাত হবে,
ফুট্‌বে পুনঃ অরুণ-ভাতি ;

প্রভাতী

তোমার গানে ভ'র্‌বে আবার
লক্ষ কোটী পাখীর বাসা,
আশার সুরে মায়ের বুকে
জাগ্‌বে কত শিশুর ভাষা ;
আমিই কিগো রইব ডুবে'
হিয়ার তমো-সিন্ধু-নীরে ?
তোমার চরণ-কিরণ-ধারা
ঝ'র্‌বে নাকি আমার শিরে ?

৩৬

খোল গো তোমার রুদ্ধ দুয়ার,
বিশ্ব-ভুবন-রাজ,
চির-উপেক্ষিত অনাদৃত যে গো
অর্ঘ্য এনেছে আজ ;—
শূন্য তাহার ভিক্ষার ঝুলি,
দৈন্যে হৃদয় ভরা,
লুন্ঠিত দেহে ধূলি-জঞ্জাল,
নয়নে অশ্রু-ঝরা।
ওগো রাজ, ওগো রাজ-অধিরাজ,
তোমারি পাঞ্চজন্য
ফুকারি' ফিরিছে সারাটি বিশ্বে
ভকতে করিতে ধন্য ;—
শুধু ডাক, হায়! এলো না আমার
একটী বারেরো লাগি',
ক্ষীণ আশা বুকে রহিল এ দীন
পথের ধূলায় জাগি' ;

চির-অনাহূত অন্ধ এসেছি
সিংহ-দুয়ারে তব,
লৌহ-আগল করিয়া মুক্ত
দাও গো নয়ন নব ;
অর্ঘ্য তোমার লহ গো তুলিয়া,
কৃপা কর অনুরক্তে,—
সব দুখ ব্যথা করিয়া সফল
ধন্য কর এ ভক্তে।

৩৭

ফাল্গুনেরি দম্‌কা হাওয়ার মত
দিলে যে দিন তোমার পরশখানি,
শুনিয়ে গেলে হতাশ প্রাণে মোর
তোমার স্নেহের পূর্ণ-আশার বাণী,
যে দিন তোমার গভীর সুরে
বাজ্‌ল বাঁশী হৃদয়-পুরে,
স্নিগ্ধ-উজল শুদ্ধ-সোণার-রেখা
নিকষ-কালো-বক্ষে দিলে টানি' ;
সে দিন আমি চমক ভেঙ্গে যাই
কোথায় তুমি তোমার পানে চাই,
অদর্শনে ভাব্‌ছি শুধু ব'সে—
কে ভরা'ল আমার প্রাণের খালি !
ধর্‌ব তোমার চরণ দু'টি,
ভাব্‌ছি তোমার পিছন ছুটি,—
ভাবনা ছাড়া অভাব আমার সবই,
বুঝ্‌বে কেবা তোমার চতুরালি !
—শূন্য-ভরা হৃদয় আজি খালি ।

৩৮

সারাটি সকাল তুলিয়াছি ফুল,
সারাদিন ব'সে গেঁথেছি মালা,
সারাদিন ধ'রে পূজা-উপচারে
কতই যতনে ভরেছি ডালা।
কত যে যতনে সাজায়ে আসন,
তব আশা-পথে ফিরায়ে আনন,
সারাটি সন্ধ্যা রয়েছি বসিয়া,
ভুলিয়া সাঁঝের প্রদীপ জ্বালা;
আঁধারে আমার পুড়ে' গেছে ধূপ
উজ্জ্বল করি' আঁধারের রূপ,
ধূসর জ্যোস্না বাতায়ন-পথে
পরশিল মোর পূজার থালা।
আঁধারে আসিয়া গিয়েছ কখন,
জানি নাই, ছিনু স্বপনে মগন;
প্রহর-নিশায় জেগে দেখি, হায়!
পূজা-উপহার রয়েছে ঢালা,
চরণ-চিহ্ন আঁকিয়া আসনে
নিয়ে গেছ প্রভু আমার মালা।

৩৭

নবীন উষায় এলে যবে তুমি
আমার কুটীর দ্বারে,
নব অরুণিমা অঙ্গে মাখিয়া
সাজিয়া পুষ্প-হারে,
নিদ্রা তখনো ভাঙ্গে নাই কারো
জাগিয়া ওঠেনি গেহ,
তব পথ চাহি' দুয়ারে বসিয়া
ছিল না তো আর কেহ।
শ্যামা দিল শিস্, গাহিল দোয়েল,
কাঁপিল তরুণ শাখা,
পুষ্পে মুকুলে ঝঙ্কারে অলি—
পরাগে পক্ষ মাখা।
তোমারি আশায় সারা নিশা জাগি'
তন্দ্রা-অলস আঁখি,
এলো-থেলো কেশ, মুক্ত কবরী,
ঢুলে' পড়ি থাকি' থাকি';
লুপ্ত হয় বা চেতনা আমার—
সুপ্তি আসিতে চায়,
চমকি' চমকি' রোধি গো তাহারে
সাশ্রু নয়নে, হায়!

এমনি সময়ে এলে যবে তুমি
কমল-কোরক করে,
ভজন পূজন সাধন আমার
সফল করণ তরে ;
তোমারে হেরিয়া উঠিতে নারিনু—
কি যেন জড়তা আসি'
পাষাণের মত ক'রে দিল মোর
হিয়ার শোণিত রাশি,
দু'হাত বাড়ায়ে উঠিনু যখন,
তখন গিয়াছ ফিরে'—
সম্বল রাখি' তোমারি প্রসাদী
কমল-কোরকটীরে !

৪০

জীবনে আমার এসেছিল যে গো
একটী ফাগুন রাতি,—
উজল চন্দ্র-কিরণ-ধৌত,
পুষ্প-সুবাসে মাতি' ;
দখিণা মলয় বয়েছিল ধীরে
মুখরিত করি' হৃদি-বীণাটিরে,
কোন্ অমরার প্রণয়-কাহিনী
গেয়ে কি প্রেমের গীতি ;-
জীবনে আমার এসেছিল শুধু
একটী ফাগুন রাতি।

সে দিন বিশ্ব হেরিনু রঙ্গীন
হরষে আপনা-হারা ;
পুষ্প-পরাগে রঞ্জিত অলি
গুঞ্জে পাগল-পারা—
কোকিলার কুহু, পাপিয়ার তান,
কি এক আবেগে ভ'রে দিল প্রাণ,
গীতি-মুখরিত পুলকে নৃত্যে
ভুবন হাসিয়া সারা ;—
জীবন আকাশে ফুটেছিল মোর
একটী ফাগুনী তারা।

ছিলাম স্তব্ধ বিস্মিত মূক
সারাটি সন্ধ্যা-বেলা,
আবেশে অবশ করে ল'য়ে শুধু
অফোটা ফুলের মালা ;
চির-সাধনার প্রিয়া-মুখ পানে
চেয়েছিনু আমি কি যে এক ধ্যানে,
কি ধ্যানে জানি না কাটিল যামিনী,
ছিলাম আপনা-ভোলা ;-
ফাগুন রাতিটি এসেছিল বুঝি
সকল-বাঁধন-খোলা।

চমকি সহসা জাগিনু যখন,
প্রভাত পৌর্ণমাসী,
মালাখানি মোর হয়েছে বিফল
শুষ্ক মলিন বাসি ;
সারাটি রজনী আশায় জাগিয়া
ফুলরাণী মোর গিয়াছে ঝরিয়া,
হতাশ নয়নে হেরি' গো প্রিয়ার
মৃত্যু-মলিন হাসি ;—
—ফাগুন রাতিটি এসেছিল মোর
বিনাশেও অবিনাশী !

৪১

ফাগুন যেদিন এসেছিল
আমার জীবনে—
অরুণ আবীর অঙ্গে মাখি'
উজল চরণে,
যূথী বেলার হারটি বুকে
আপনি বিভোর আপন সুখে,
সবুজ চাদর উড়িয়ে দিয়ে
উতল পবনে ;—
ফাগুন যে দিন এসেছিল
আমার জীবনে।

ধরা তখন ভরা ছিল
লতা-বিতানে,
পাগল হাওয়ার দোলনা দুলি'
হেসেই সারা কুসুমগুলি,
কাঁপিয়ে কচি কোমল হিয়া
পুলক-সিনানে ;—
ধরা তখন ভরা ছিল
লতা বিতানে।

সোণার থালায় মিলন-মালা
সাজিয়ে যতনে,
স্বপন-পুরের সোণার বাতি—
মোর নয়নের দিব্য ভাতি—
এসেছিল অমর সে যে
গন্ধে বরণে ;—
ফাগুন যেদিন এসেছিল
তরুণ জীবনে।

সাতটী রঙের ছুট্‌ল ধারা
আকাশ-অঙ্গনে ;
হাজার সুরে ভুবন ছেয়ে
হাজার পাখী উঠল গেয়ে,
বুকটী আমার ভ'রে দিয়ে
মধুর মূর্চ্ছনে ;—
এসেছিল ফাগুন আমার
তরুণ জীবনে।

অতীত সে আজ—স্বপন-অতীত,
আমার জীবনে ;—
নাই ফাগুনের পুলক আলো,
আজ আষাঢ়ের আকাশ কালো,
জ্বল্‌ছে হৃদয় অতীত সুখের
স্মৃতির দহনে।—
ফুরিয়ে গেছে ফাগুন আজি
আমার জীবনে।

৪২

কত দিবস রজনী রয়েছি বসিয়া
পথ পানে চেয়ে তা'র ;
ওলো কত যে যতনে রোধিয়া আমার
ঝর-ঝর আঁখি-ধার।
কত দীরঘ নিশাস গুমরি' গুমরি'
ফিরিছে বুকের তলে,
কত আকুলিত ভাষা গিয়াছে ভাসিয়া
বিরহ-যমুনা-জলে।
কত মলয় পবন বয়েছে মৃদুল
বকুল-বীথির 'পরে,
কত সাঁঝের তারকা নিয়েছে বিদায়
শুক-তারকার করে।
হায় ! গেছে কত ঊষা চেয়ে মোর পানে
জড়িমা-জড়িত চোখে,
মরি ! কত নব রবি চুমেছে আদরে
শেফালির সোনা-মুখে

এই আকুল-ব্যাকুল হিয়াটী আমার
রুদ্ধ নির্ঝর মত
আমি বক্ষ-পাষানে রেখেছি বাঁধিয়া
অয়ন বরষ কত।
ওলো, বৃন্দাবিপিনে আসিবে না ফিরে'
আমার নিঠুর কালা ?
একি হবে না সফল তা'র-পথ-চাওয়া,
শীতল—বিরহ-জ্বালা ?

৪৩

বক্ষ-পাঁজরে লুটিছে হৃদয়
আকুল মৌন রোদনে,
চূর্ণিত-কাচ আরসীর মত
বাঁধা সে পড়ে না বাঁধনে ;
বুক-ভরা হায় ! ছিল কত আশা,
কত যে বাসনা বেঁধেছিল বাসা,
সকলি অতীত সোনার স্বপন—
স্মৃতি শুধু জাগে গোপনে ;
লুটিছে হৃদয় গুমরি' গুমরি'
আকুল মৌন রোদনে।

খর রবিতাপে দগ্ধ সাহারা,—
বেঁচে নাই—কিছু জেগে নাই ;
মরীচিকা পাছে হরিণীর মত
ছুটে না পরাণ ওগো তাই।

যে বাঁশরী-তানে পুলক-মুগ্ধ
এ ঘোর মরুতে এসেছে লুব্ধ,
সে বাঁশরী আজ হয়েছে নীরব,
আশা নাই—আর আশা নাই,
মরীচিকা পাছে হরিণীর মত
ছুটে না পরাণ ওগো তাই।

যদিও সুখের হয়েছ সমাধি—
স্মৃতি তো এখনো জাগিয়া,
মন্দিরে তা'রি করে আরাধনা
নিত্য করুণা মাগিয়া ;
দিবানিশি ফেলি নয়নের জল,
হা-হুতাশে প্রাণ কেবলি বিকল,
তথাপি বিফল নহে গো জীবন—
আছে যে তাহারি লাগিয়া ;
সুখের সমাধি হয়েছে যদিও,
স্মৃতি তো এখনো জাগিয়া !

বক্ষ-পাঁজরে আকুল হৃদয়
লুটিছে নীরব রোদনে,
চূর্ণিত কাচ আরসীর মত
বাঁধা সে পড়ে না বাঁধনে।

অখণ্ড মুকুরে হাসিত যে রবি,
শত খণ্ডে তা'র আজি শত ছবি,
আলোকে আলোকে সে স্মৃতি ঝলকে—
নিরত যে তা'রি বোধনে ;
বুকের মাঝারে গুমরি' হৃদয়
লুটিছে নীরব রোদনে।

৪৪

মধু-মাধবের মানসমোহন
মাধবমোহিত কুঞ্জে,
মালতী-মুকুলে মত্ত মধুপ
মধুরে আর না গুঞ্জে ;
কোকিল-কোকিলা- কুহু-মুখরিত
কানন নিঝুম থির,
বকুল-বীথির সুবাস বহিয়া
সমীর বহে না ধীর ;
লহরে লহরে নাচায়ে তরণী,
আকুলি' গোকুল তীর,
আর সে যমুনা বহে না উজান—
নিথর সে নীল নীর।
সখী সনে আর আসে না তো রাই
শূন্য গাগরী নিয়ে,
নাইতে সলিলে, চাইতে সলীলে,
বিজন এ পথ দিয়ে ;

বাঁকা চোখে আর   না চাহে ফিরিয়া
শিখীরে দেখার ছলে—
আছে-কি-না-আছে   প্রিয় বনমালী
অদূরে কদম তলে ;
চোখে চোখে সেই   মিলন-মাধুরী
উছলি' পড়ে না আর,
মরম-উদাসী   বাজে না সে বাঁশী
'রাধা' ব'লে বার বার।

৪৫

সখি, ক'রে আয় ওরে মানা—
সন্ধ্যা সকালে যমুনার তটে
ও যেন দেয় না হানা ;
ক'রে আয় ওরে মানা।
জল নিতে মোরে যাইতে যে হয়,
কত লোকে তাই কত কথা কয়,
কত কানাকানি
আঁখি-হানাহানি
জটলা রটনা নানা ;
সখি, ক'রে আয় ওরে মানা।

সখি, মানা ক'রে আয় ওরে—
ও যেন আসে না যমুনার তটে
কোনো-কিছু ছল ক'রে।
চাহে না অমন মিঠে মিঠে হেসে,
ভুলিয়ে আমারে সুমোহন বেশে,
কলস কি শেষে
চ'লে যাবে ভেসে
যমুনারি স্রোতো-ভরে?
—সখি, মানা ক'রে আয় ওরে।

সখি, মানা ক'রে আয় তোরা,—
কুল-বালা যে লো আমরা সকলে,
কুল-বধূ সবে মোরা;
মানা ক'রে আয় তোরা।
ও বাঁকা নয়নে কি যে আছে আঁকা,
লজ্জা-সরম যায় না তো রাখা,
শেষে কি অকূলে
ভেসে যাব ভুলে
আপন-হৃদয়-হারা;
সখি, মানা ক'রে আয় তোরা।

৪৬

কুঞ্জে কুঞ্জে ফোটে না কুসুম,
ছোটে না গন্ধ-ভার,
পুঞ্জে পুঞ্জে আসে না মধুপ
গুঞ্জে' গুঞ্জে' আর।
ঢালিয়া কণ্ঠ-মধু
কুহু কুহু রণে ভরিয়া কুঞ্জ
গাহে না কোকিল-বধূ।

গাহে না দোয়েল শ্যামা কি পাপিয়া,
ময়ূর মেলে না পাখা,
ইন্দ্র-ধনুর বরণ-বাহার
আর তো যায় না দেখা ;
সখি, তোরে কি কহিব আর ?—
চির-আলোকিত ভবন ভুবন
সকলি অন্ধকার।

থামিয়া গিয়াছে বেণু-বীণা-রব
বিনে সে বিপিন-রাজ।-
ব্যাকুলি' বক্ষ কে ডাকিবে আর
কুঞ্জ-কানন মাঝ?
সে বাঁকা নয়ন দু'টী
তমালের তলে তারকার মত
আর ত রহে না ফুটি'।

চরণ-নূপুর রণে না মধুর,
হেরি না সে পীত বাস,
মর্ম্মে-মর্ম্মে-শিহরণ-ঢালা
হেরি না সে মৃদু হাস।
সখি, তোরে কি কহিব আজ?—
শ্যাম বিনা মোর ভবন ভুবন
পরেছে গেরুয়া সাজ!

আর তো যমুনা নাহিক জুড়ায়
নিদাঘ-দহন-জ্বালা,
আর তো যমুনা বহে না উজান
সরস-আবেগ-ঢালা।
বহে না মলয় বায়—
বীচি-মালা তুলি' তটিনীর বুকে
জুড়ায়ে তাপিত কায়।

কূলে কূলে আর বাজে না বাঁশরী
মধুর প্রভাত-সাঁঝে—
অজানিতে, ওগো, কাড়িয়া আমার
সহজ সরম লাজে।
সখি, কি কব মরম-জ্বালা!
ভবন ভুবন সকলি মলিন
বিহনে প্রাণের কালা।

৪৭

এই ত বাজালে বাঁশী—
শাঙন-আঁধার নিঝুম নিশীথে
কুঞ্জ-কাননে আসি’ ;
স্পন্দন আনি’ দেহ-মন-প্রাণে,
আকুলি’ এ হিয়া বাঁশরীর তানে,
বিজনে বিপথে আমারে আনিতে,
হে মোর বিজনবাসি,
এই ত বাজালে বাঁশী !

হারা মনে আমি এসেছি ছুটিয়া
এ দূর কানন-বাসে ;
মত্ত দাদুরী ডাহুকেরা শুধু
ডাকিছে পথের পাশে,
তরু মর্ম্মরে রহিয়া রহিয়া,
সিক্ত সমীর আসিছে বহিয়া—
কেশে বেশে মোরে ফেলিছে জড়ায়ে
আকুল লতার ফাঁসে।

নিকষ-আকাশে নাহি জ্যোতি-রেখা
আঁধারে পীড়িতা রাতি,
ক্ষণ-ক্ষীণালোক জ্বালিয়া জ্বালিয়া
জোনাকী হয়েছে সাথী ;
বরষণ-ভিজা মাটির গন্ধ,
ভরা যমুনার উছলানন্দ,
আকুলিত আরো করেছে আমায়
উঠিয়াছি আরো মাতি'।

আসিয়াছি—ওগো আসিয়াছি আমি
তোমারি তোমারি রাধা,
'আয়-আয়' ব'লে ডাকিলে যাহারে—
যে রাধা তোমারি আধা ;
শিখিচূড়া যা'র লুটালে চরণে,
তা'রে ফেলে কোন্ গভীর গহনে,
লুকালে সহসা, নীরবিয়া বাঁশী—
যে বাঁশী রাধায় সাধা ;
আসিয়াছি ওগো বিজন বিপিনে—
এসেছি তোমারি রাধা।

৪৮

অমা-রাত্রির আঁধারের শেষে
শুনেছি নূতন গান ;
নব প্রভাতের নবীন আলোকে
চলেছি করিতে স্নান।
পুলক-সিন্ধু উথলি' উঠিছে
আমার নয়ন আগে,
ফেনিলোচ্ছল লহর-কিরীটে
অরুণ-কিরণ লাগে।
প্রতি ঢেউ যেন ডাকে, 'আয় আয়'
আনন্দ লগন দেখ ব'য়ে যায়,
বিরাট প্রাণের আনন্দ-প্রবাহে
ঢেলে দে ঢেলে দে প্রাণ,
মিশে যাক্ তোর পরাণে পরাণে
প্রভাতের নব গান।
ক্ষুদ্র প্রাণের দুঃখ-অনল
নিভিয়া যাইবে আজ,
আনন্দ-সাগর ধুয়ে দেবে তোর
যত ভয় দ্বিধা লাজ।

মহা প্রাণে তোর   প্রাণ যাবে ভ'রে,
প্রসারি' আয় রে বুক,
মৃত্যু অচিরে   অমৃত হইবে—
র'বে না র'বে না দুখ।
সুখ-চঞ্চল তাই ছুটে' যাই,
পিছনে চাহিতে নাই কিছু নাই,
শিরার শোণিত   নাচে দ্রুত তালে
মহা-মুকুতির মাঝ,
আনন্দ-সাগর   উথলে আমার
নবীন জীবনে আজ!

৪৯

পথের মাঝে ভরা সাঁঝে
কা'র এ বাঁশীখানা,
কে দেবে রে আমায় ব'লে
কোথায় ঠিকানা ?
পথে চ'লে যেতে যেতে,
বাজিয়ে গেছে কি সুর এতে,
কি মোহময় পরশ দিয়ে,
কোন্ সে অজানা ;
কা'র এ বাঁশীখানা, ওগো,
কা'র এ বাঁশীখানা ?
পথের পাশেই ভরা নদী
তরু-লতার ফাঁকে ফাঁকে
উজান ব'য়ে চাইছিল কি
সেই পথিকে বাঁকে বাঁকে ?
ছড়িয়ে দিয়ে সুরের ধারা,
বাঁশী ফেলেই আপন-হারা,
কোন্ পথে সে কোথায় গেল
যায় না যে জানা !
কে দেবে রে আমায় ব'লে
তাহার ঠিকানা !

৫০

আমি ত চাই না যেতে,
বাঁশী ডাকে 'আয় আয়' ;
বাঁশরী বাজিলে কভু
ঘরে কি-লো থাকা যায় ?
ও বাঁশী পাগল-করা,
ও বাঁশী সকল-হরা,
ও বাঁশী আঘাতে শুধু
হৃদয়েরি দরজায় ;
আমি ত চাই না যেতে,
বাঁশী ডাকে 'আয় আয়' !

আমি ত চাই না যেতে,
বাঁশী ডাকে 'আয় আয়' !
আকাশ নিকষ-কালো,
নাই তারা, নাই আলো,
চপলা চমকে শুধু
ধাঁধিয়া আলোকাভায় ;

ঘন বারিধারা ঝরে,
আকুল ব্যাকুল করে,
মত্ত দাদুরী আজি
মনোসুখে গান গায়।

আমি ত চাই না যেতে,
বাঁশী ডাকে 'আয় আয়'!
পাগ্‌লী বরষা মেয়ে
এলো চুলে আসে ধেয়ে,
ভিজে বাতাসের সনে
ধরণীতে ছুটে' ধায়।
উছলে যমুনা-জল,
শুনা যায় কল-কল,
মন খানি ছল-ছল
তা'রি সনে মুরছায়।
আমি ত চাই না যেতে,
বাঁশী ডাকে 'আয় আয়'!

হৃদি-তটে কি যে ঢেউ,
বুঝিতে কি পারে কেউ ?
ভেঙ্গে-চূরে ছুটে নদী
ঘন ঘোর বরষায় ;
সাগরেই গতি-হারা,
সাগরেই মিশে ধারা,
জুড়ায় সাগর-বুকে
বিরহ-ব্যথিত কায় ;
তাই বুঝি বাঁশী মোরে
ডাকে শুধু 'আয় আয়'।

সিক্ত শিথিল বাস,
এলানো যে কেশ-পাশ,
চরণ জড়ায়ে ধরে
কাঁটা-ভরা লতিকায়,
শোণিত ঝরিছে দেহে,—
তা' ব'লে ফিরিব গেহে ?
শোণিতে করিব রাঙ্গা
সেই কালো কালিয়ায়।
'আয় আয়' বাজে বাঁশী,
ঘরে কি-লো থাকা যায় ?

৫১

তুই শ্যামরূপ ধ'রে আয় ;—
নহিলে যে, সখি, আজি রাধিকার
জীবন বাঁচানো দায় !
ওলো, তাই শ্যামরূপ ধ'রে আয় !

সে যে অচেতন ভূতল-শয়ানে
সদা নিমীলিত নলিন-নয়ানে,
দর দর দর অশ্রু-ধারায়
ধরণী তিতিয়া যায় ;
ওলো, তাই শ্যামরূপ ধ'রে আয় ।

গোকুল ত্যজিয়া চ'লে গেছে কালা,
ছিঁড়ে' ফেলে তার বনফুল-মালা,
মোহন বাঁশরী
গেছে সে পাশরি',
রাজা হ'য়ে মথুরায় ;
সেই হ'তে আর কনক প্রভাতে
গাহে না পাখীরা সবুজ সভাতে,
ফোটে না কুসুম,
ছোটে না সুবাস,
বহে না দখিণা বায় ;
ওলো, তুই শ্যামরূপ ধ'রে আয় ।

কদম-তলায় নাহি চাহে কেউ,
গাগরীর ঘায় নাহি তুলে ঢেউ,
আবেগে শিহরি'
আসে না কিশোরী
জল নিতে যমুনায় ;
স্তব্ধ ময়ূর বদ্ধ পাখায়,
শাঙন-গগনে ফিরিয়া না চায়,
কাজল-নয়ন
মুদিয়া হরিণী
নিথর-অবশ-কায়।
রাধার পরাণ চরণে দলিয়া
আসিব বলিয়া গেছে সে ছলিয়া,
তবু তা'রি আসে
এ বিজন বাসে
রাধা তা'রি পথ চায়।
আসিল না সে যে নিঠুর পাষাণ,
নিরাশে কিশোরী ত্যজে বুঝি প্রাণ ;
তাই বলি তোরে,
বাঁশরীটি ধ'রে
পীত বাসে ঢাকি' কায়,
সখি, তুই শ্যামরূপ ধ'রে আয়।

৫২

বিদায়ের বেলা একি সুর বল,
বাজিছে তোমার বাঁশীতে ;—
পথে-চলা মন ফিরে' কি আবার
পড়িবে উহারি ফাঁসিতে ?

ওগো, বাজিও না আর বাঁশরী ;—
চ'লে যেতে দাও—ছুটে' যেতে দাও
সব সুখ-দুখ পাশরি' ;
বন্ধন যত ফেলিয়াছি খুলে',
আজি মন মোর ভাসিবে অকূলে,—
ক্ষত হৃদয়ের শোণিত-প্রবাহ
বক্ষ-পাঁজরে আবরি' ;
বাজিও না আর বাঁশরী।

নিশিগন্ধার মৃদু বাসটুকু
ভাসিয়া আসিছে বাতাসে,
অসীমের কথা জানায়ে যেতেছে
প্রাণে প্রাণে মোর আভাসে ;
চঞ্চল তাই হিয়া মন প্রাণ ;
রাখ' রাখ' তব বাঁশরীর তান,
চ'লে যেতে দাও সুদূরের পথে—
মিশে যেতে দাও অকূলে ;
বিদায়ের বেলা এই সুর আর
ঢালিও না মনো-গোকুলে।

৫৩

ও উদাসী ফাগুন হাওয়া!
বনের পথে, মনের পথে,
কোন্ পথে তোর আসা-যাওয়া?
ও উদাসী ফাগুন হাওয়া!

অশোক ফুলের রঙ্গীন্ পথে,
সহকারের সঙ্গীন্ পথে,
কোন্ পথে তোর আসা-যাওয়া?—
কোন্ ফুলে তোর পথটী ছাওয়া?
মুকুল-ভরা আম্র-শাখে
কোকিল যখন কুহু ডাকে,
কোন্ বিরহীর চিত্ত করিস্
বাতায়নের-পথটী-চাওয়া?
আগল-ভাঙ্গা পাগল পথিক
ও উদাসী ফাগুন হাওয়া!

ঘুঘু-ডাকা দুপুর বেলা
উড়িয়ে ধূলা করিস্ খেলা,
পথিক সাজে পথের মাঝে
অশেষ পথের পথটী বাওয়া।
সন্ধ্যা বেলায় শান্ত বেশে
বন্ধু সম পড়িস্ এসে—
নৃত্য-দোদুল চরণ ফেলে',
পুষ্প-বাসে অঙ্গ ছাওয়া।
এসে গোপন মনের দোরে,
কোন্ বীণা তুই বাজাস্ ওরে!
কাঁপন লাগি' পরাণ জাগে,—
কোন্ পাওয়া তার হয়নি পাওয়া?
উদাস-করা ও উদাসী
ওরে আমার ফাগুন হাওয়া!

৫৪

তোমায় আমি ভুল্‌ব না ;
ভাবি মনে, ক্ষণে ক্ষণে
দ্বিধার দোলায় দুল্‌ব না।
মায়ার ঘন-গহন তলে,
কাঁকর-কাঁটায় অশ্রু-জলে,
মিথ্যা-ডালা ভ'রে ভ'রে
বাসনা-ফুল তুল্‌ব না ;
দ্বিধার দোলায় দুল্‌ব না ;
আর—
তোমায় কভু ভুল্‌ব না।

আবার হঠাৎ কোন্‌ যাদুকর
পরশ ক'রে যাদুর করে,
দুরাশারই ইন্দ্রধনু
দেখায় এঁকে' আঁখির 'পরে।
সব ভুল আজ ভুলাও ত্বরা,
ওগো সকল ভ্রান্তি-হরা !
তুমি বিনে রাত্রি দিনে
নয়ন আমি খুল্‌ব না ;
আর—
তোমায় কভু ভুল্‌ব না।

৫৫

যখন আসিলে তুমি সরযূর তীরে
আবেগ-চঞ্চল করি' অযোধ্যাবাসীরে
দশরথাত্মজ রূপে, শ্যাম কলেবর,
প্রেমে সত্যে সমুজ্জ্বল, ত্যাগে মনোহর,
পিতার আদর্শ ভক্ত, ভ্রাতৃ-স্নেহে ভরা,
সতীর বিশ্বস্ত পতি, করুণায় গড়া,
আমি কি তখন, প্রভু, দেখিনি তোমারে,
স্থাপন করিনি তোমা এ হৃদি মাঝারে ?
পবিত্র মূরতি তব নিই নাই এঁকে'
পাপ-তাপ-গ্লানি-দুষ্ট এ ধরায় থেকে ?

আবার আসিলে যবে যমুনার ধারে
নন্দগোপ-সুত-রূপে ঢাকি' আপনারে,
দেখালে—মায়ের স্নেহে স্বরগের সুধা,
দূর করে অন্তহীন অন্তরের ক্ষুধা,
মোহন মধুর প্রেমে বাঁশী তব সাধা,
উন্মাদিনী তব প্রেমে প্রেমময়ী রাধা—

লুপ্ত যাঁ'র হয়েছিল বিশ্ব চরাচর,
'ঘর যে বাহির কৈল বাহির কৈল ঘর'।
প্রেমের সে সুখ-স্বপ্ন রাখি' মর্ম্ম মাঝে
ঝাঁপায়ে পড়িলে তুমি জগতের কাজে,
বহাইলে শান্তি-ধারা শান্ত গীতা-গানে
হিংসা-ক্লান্ত ধর্ম্ম-হীন মানবের প্রাণে ;
তব পদতলে বসি' সে দিব্য সঙ্গীতে
আমারো কি শান্তি-স্রোত বহে নাই চিতে ?
প্রাণ ভরি' তোমারে কি দেখিনি সে যুগে ?
মোহন মূরতি লিখে' নিই নি এ বুকে ?

আবার যখন এলে হিমালয়-কোলে
লুম্বিনীর উপবনে, মলয় হিল্লোলে,
বাসন্তী পূর্ণিমা রাতে ফুলদল মাঝে,
রাজার জীবনাধিক রাজপুত্র সাজে—
করুণা-মণ্ডিত মুখে জ্ঞান-জ্যোতি ভরা
উজ্জ্বল যুগল আঁখি বিশ্ব-আলো-করা,—
বিস্ময়ে জগৎ স্তব্ধ ত্যাগ-মন্ত্রে তব,
মুমুক্ষুর বক্ষে জাগে প্রাণ অভিনব।
বলি-পশু বিনিময়ে যবে নিজ শির
দিলে যূপ-কাষ্ঠ মাঝে করুণা-অধীর,

বিদ্যুৎ-পরশে যেন জগতের মাঝে
বৈদিকের যজ্ঞ-বলি'স্তব্ধ সব লাজে !
স্নিগ্ধ নিরঞ্জনা-তীরে বোধিদ্রুম-তলে
নির্ব্বাণ লভিয়া যবে প্রেম-অশ্রু-জলে
সমগ্র ধরণী মাঝে করিলে প্রচার—
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" সকলের সার,
তখন কি নব-ধর্ম্ম-রবি-কর-পাতে
তুষার-জীবন মোর ঝরেনি ধারাতে ?
আমি কি নিই নি লিখে' প্রাণ-যন্ত্র তলে
অমিতাভ-মূর্ত্তি তব অনুরাগ বলে ?

পুনরায় এলে যবে জাহ্নবীর কূলে
শচীর নন্দন রূপে আপনারে ভুলে',
দুঃখময় জগতের মঙ্গলের লাগি'
নবীন-সন্ন্যাসি-বেশে, তুমি সর্ব্বত্যাগী
বিশ্বপ্রেম মহামন্ত্র করিলে প্রচার,
বাঙ্গলার-মহাপ্রভু, গোরা নদীয়ার !
হে সুন্দর, জনমিয়া ভারতের গেহে
নরজন্মে, অবতীর্ণ হ'য়ে নরদেহে
পতিতপাবন তুমি বারে বারে আসি'
আমারেও তরিতেছ করুণা প্রকাশি' ;

আবার আসিবে ব'লে চেয়ে পথ পানে
জনমে জনমে ঘুরি আকুলিত প্রাণে।
কখন তোমার দিন হ'বে, দয়াময়!
এ চিত্ত এ-যুগ-রাত্রি তাই জেগে রয়।

৫৬

ক্লান্ত দেহে আয়ু-রবি চলে অস্তাচল,
ধীরে ধীরে মুদে' আসে প্রাণ-পদ্ম-দল।
সুখ-দুঃখ-পরিপূর্ণ জীবনের দিন
আঁধারের পারাবারে হতেছে বিলীন।
কতই বিচিত্র চিত্র কত রঙ্গ মাখি'
অমর-আত্মার-পটে দিয়াছে যে আঁকি'
নিপুণ বাসনা-তুলি ; ক্ষুদ্র রেখা তা'র
ক্ষয় বিনা মুছিবার কিবা সাধ্য আর ?
ক্লান্ত দেহে, ক্ষিণ্ন ক্লিষ্ট অবসন্ন প্রাণে,
খেয়া-ঘাটে ব'সে একা ; পশে এসে কাণে
পারের মধুর বাঁশী, শিরা ধমনীতে
নেচে ছোটে রক্ত-ধারা অপূর্ব্ব সঙ্গীতে।

প্রভাতী

আশার উজ্জ্বল আলো তোলে উলসিয়া,
নবীন উৎসাহে পুন দুলে' উঠে হিয়া ;
মনে হয়, রাত্রিশেষে অরুণ-উদয়ে
দীর্ঘ বিশ্রামের পরে নব বার্ত্তা ল'য়ে
আবার উঠিব জাগি'। ওই পার হ'তে
সোনার তরীর বুকে, অনুকূল স্রোতে
এ পারে আসিয়া, আহা ! মেলিয়া নয়ন
দু'ধারের ফুল-রাশি করিয়া চয়ন
আবার গাঁথিব মালা। আত্মহারা চিতে
ছুটে' যাই পার হ'য়ে খেয়া-তরণীতে,
যেতে আপনার দেশে ; নিদ্রালস আঁখি,—
মাঝি কোথা ? সবি বুঝি কল্পনার ফাঁকি !
যে ছিল পারের কড়ি কোথা গেছে প'ড়ে,
অন্ধকারে নিঃসম্বল, চোখে অশ্রু ঝরে।

৫৭

মিথ্যা সাধনা করেছি যে আমি,
চলিয়াছি ভুল পথে ;
কম্পিত হিয়া দু'হাতে ধরিয়া
আবরি' মরম ক্ষতে।
আলেয়ার পাছে ভ্রান্ত পথিক
অমা-রজনীতে হারায়েছি দিক্,—
আকুল তিয়াসে মরুপানে এ যে
চলিয়াছি মোহ-রথে ;
মিথ্যা সাধনা করেছি যে আমি,
আসিয়াছি ভুল্ল পথে।

ভ্রান্তির পিছে ঘুরে' মরি' মিছে
জীবন করিনু ক্ষয় ;
'দিয়েছি যে সব'—এ মিছা গৌরব
করিল কি অপচয় ?
দিয়েছি ত সব ;—তবে কেন, হায় !
প্রাণ কেঁদে উঠে দুখে বেদনায় ?
'অভাব অভাব' ধ্বনি উঠে শুধু
জীবন-যন্ত্রময় ।
ভ্রান্তির পিছে ঘুরে' মরি' মিছে
জীবন করিনু ক্ষয় !

সব সুখ দুখ ভ'রে আছে বুক,
সীমা-হীন অভিমান
ভস্মাবরিত বহ্নির মত
হৃদি মাঝে দহে প্রাণ !
আপনার কাছে আপনারি ফাঁকি,
অ-মৃতে মরণ আনিয়াছি ডাকি',
ভরা সন্ধ্যায় বিফল যে, হায় !
দিবসের অভিযান ;
দিতে পারি নাই, শুধু পেতে চাই,
শুধু জাগে অভিমান ।

৫৮

দিনের আলো সব নিভিল
সাগর-তীরে,
ধূসর বেশে সন্ধ্যা হেসে
নাম্‌ল ধীরে ;
পারাবারের ও-পার থেকে
বাতাস এল গন্ধ মেখে,
ফুট্‌ল তারা, পড়ল ছায়া
সুনীল নীরে ;
দিনের আলো সব নিভিল
সাগর-তীরে।
পাল-ভরে ঐ ছোট্ট তরী
খেলার ছলে সাগর তরি'
খেয়া-শেষের যাত্রী নিয়ে
গেছে যে ফিরে ;
পারের আশায় ঘাটে এসে
বিজন বেলায় আছি ব'সে—
নিরাশ-নিশাস সিক্ত করি'
নয়ন-নীরে।
গভীর কালো রাত্রি এল
সাগর তীরে।

৫৯

খুলে দাও, খুলে দাও ;—
মিছার বাঁধনে কেন
বেঁধে রাখিবারে চাও ?
মোহময় উপকূলে
অলীক স্বপন-ভুলে
ভুলাইয়া রাখ কেন ?—
ভুল মোর ভেঙ্গে দাও !

বালু দিয়ে বাঁধি' ঘর
সারা দিন করি খেলা ;
জানি নাই বুঝি নাই
ফুরিয়ে যে এলো বেলা ঃ
আকাশে সিঁদূর-ছবি—
অস্তে চলেছে রবি,
শেষ বাঁশী আসে ভাসি' ;—
'তীরে তরী সামলাও।'

হ'য়ে গেছে অসময়,
আঁধার আসিছে ভরি' ;
তবু ও যে যেতে হবে
তমসা-সাগর তরি' ;
অকূলেতে কূল চাহি'
তরীখানি যাব বাহি'—,
এ কূলের যাহা কিছু—
নাও তুমি সব নাও।
মিছার বাঁধন যত
নিজ হাতে খুলে' দাও

৬০

লাগিছে তরীতে প্রভাত বেলায়
মৃদুল মধুর বায় ;
খরতর স্রোতে তর তর টানে
কোথা নিয়ে যেতে চায় ?
(আমি) বুঝিতে নারি যে, হায় !—
অ-দেখা কাহার পরশ লাগিছে
তরীর পালের গায়।
ঐ পার হ'তে কি-যেন যন্ত্রে,
কে আজি গাহিছে মোহন মন্ত্রে,
কি মোহন ঐ সঙ্গীত-সুধা
মরম পরশি' যায়।
এ পারে কত না কাজ ;
কা'র ডাক আসি' করিছে উদাসী
সকলি ভুলায়ে আজ।
আকুল হিয়ায় তরী বেয়ে চলি,
তা'রে দিতে বুঝি যা'-কিছু সকলি,
শুধু তা'রি গীতে বুক ভ'রে নিতে,
পাড়ি দিয়ে দরিয়ায়।

৬১

গরজি' গরজি' ওই আসে ঢেউ,
খুলে' দে, খুলে' দে তরী,
কেন তরী বেঁধে মরিস্ রে কেঁদে
অকূল সাগর স্মরি'।

ঢেউয়ে ঢেউয়ে লাগে ঘাত-প্রতিঘাত,
বাঁধা তরী তোর হবে জলসাৎ,
কোথা যেতে শেষে
কোথা যাবি ভেসে—
সকল বাঁধন ছিঁড়ি'।
খুলে' দে, খুলে' দে তরী।

যাবি ব'লে যদি এসেছিস্ আজ,
ফেলে সব বোঝা শেষ ক'রে কাজ,
উষার আলোকে
নবীন পুলকে
চল না জলধি তরি' ;
খুলে' দে, খুলে' দে তরী ।

পরপারে তোরে নিয়ে যাবে ব'লে,
ভোরের বাতাস 'আয় আয়' বলে,
সফেন তরঙ্গ
করিছে রঙ্গ
অরুণ-কিরণ পরি' ।
খুলে' দে, খুলে' দে তরী ।

তরণীতে ব'সে তরিবারে ভয় ?
মিছে এই কাঁদা প্রাণে নাহি সয় ।
কোথা যাবি আজি ?
ডাক্ তোর মাঝি,
তুলে নে রে দড়াদড়ি ।
খুলে দে খুলে দে তরী ।

৬২

ওগো, অকূলে ভাসাও তরী।
কেন তরণী বাঁধিয়া তীরেতে বসিয়া
পিছনে চাহিছ ফিরি’?
গুরু গুরু ডাকে দেয়া,
এই ত শেষের খেয়া,
প্রলয়-ঝঞ্ঝা আসিলে গরজি’,
আঁধার আসিবে ঘিরি’;—
ভাসাও ভাসাও তরী।

মুখখানি কা'র
ভাবো বার বার ?—
বাসনা-তুলির টানে,
প্রেম প্রীতি মাখি' কোন্ স্মৃতি আঁকি'
নিতেছ গোপন প্রাণে ?
ফণিফণা তুলি'
উঠিবে উথলি'
সাগরে ডাকিল বান,
সে অকূল তরি' কূলে নিতে তরী
কাঁদিবে ক্লান্ত প্রাণ।
কি কাজ পিছনে চাহি' ?
ত্বরিতে তরীতে কর আরোহণ—
ত্বরায় চল গো বাহি'।
চির-জীবনের প্রেমের সাধন-
মন্ত্র স্মরণ করি'
আজি অকূলে ভাসাও তরী।

৬৩

ঢেউ তোল্, ওরে, ঢেউ তোল্,
সাগর-হৃদয়ে দে রে দোল।
আন্ রে প্রলয়-ঝঞ্ঝা—
সিন্ধুর বুকে উত্থিত কর
মৃত্যুর নীল পঞ্জা',
কড়্ কড়্ কড়্ আন্ রে অশনি
চিরিয়া আকাশ-কোল ;
—ঢেউ তোল্, ওরে, ঢেউ তোল্।
সকলি হয়েছে সারা ;
বলিবার আর কিছু নাই, ভাই,
আজি যে বাঁধন-হারা।
সলিল-স্তম্ভ ঘূর্ণী
আছাড়ি' ফেলুক তুষার-পাহাড়
তরী খানি মোর চূর্ণি'।
অনির্দ্দেশ এই যাত্রা,—
অতল শীতল সিন্ধু-হৃদয়ে
নির্দ্দেশ হোক্ মাত্রা ;
শ্রবণে করুক নৃত্য
কল-কল ঘোর কল্লোল।
—ঢেউ তোল্, ওরে ঢেউ তোল্।

৬৪

নিভে যাক ওই আলো ;—
কেন বারে বারে নিবু-নিবু ওরে
মিছাই জীয়ায়ে তোলো ?
ঝ'ড়ো হাওয়া এসে লাগে ওর গায়,
শেষ-শিখাটুকু মিলাইতে চায়,
আঁধারের কালো পারাবারে, হায় !
বাড়ায়ে আঁধার কালো ।
আলো দেওয়া তা'র হয়ে গেছে শেষ,
স্নেহ-ভরা বুকে নাহি অবশেষ,
দিতে একটুকু তোমাদেরে আর,
যতই তাহারে জ্বালো ;
নিভে যেতে দাও আলো ।

নিভে যেতে দাও ওরে,
মৃদু জ্যোতি-লিখা ওই ক্ষীণ শিখা
ক্ষীণতর রূপ ধ'রে।
কেন এ যতন বল না উহারে
হাতের আড়ালে রাখি' বারে বারে,
দাও দাও দীপ নিভে যেতে আজ
চির জনমের তরে।
দেখ প্রভাহীন কি কাতর মুখ,
কি মহাশূন্য-ভরা ওর বুক,
জ্বালিও না আর মিছে বার বার
স্তিমিত প্রদীপটিরে ;—
নিভে যেতে দাও ধীরে।

৬৫

এ জীবন-ব্যাপী সাধনা কি মোর
সফল হ'ল না, নাথ !
মিছার স্বপনে করিলাম কি গো
এ ছার জীবন পাত !
মরীচিকা হেরি' হরিণীর মত
মরু সাহারায় ঘুরে' মরি কত,
তপ্ত বালুতে দগ্ধ চরণ—
হৃদে ঘাত প্রতিঘাত ;
বৃথার সাধনে করিলাম কি গো
সারাটী জীবন পাত !

তপন-তাপিত দীপ্ত-দুপুরে
এ কি এ অমার রাত,
আজি আচম্বিতে মিটিল কি প্রভো !
সারা জীবনের সাধ ?

বুঝিতাম যাহা, মানিতাম যাহা,
জীবন ভরিয়া জানিতাম যাহা,
সে কি হে মিথ্যা ? সে কি হে ছলনা ?
সে ছলা আমারি সাথ ?
বৃথার সাধনে করিলাম কি গো
সারাটী জীবন পাত ?
সত্য তুমি হে, সুন্দর তুমি,
শিব তুমি হে প্রভু,
সন্দেহ দ্বিধা তোমার উপরে
জাগিতে পারে কি কভু ?

আমি যে তোমারে সারাটী জীবন
জানি—তুমি চির আপনার-জন,
মায়ার ছলনে মোহের বিকারে,
সে কথা ভুলি যে নাথ,—
দুস্থ জীবনে কর দেব আজি
করুণ নয়ন পাত !

৬৬

ব্যর্থ এ মোর হৃদয়-শোণিতে
অর্ঘ্য রাঙিয়ে নিয়া
রুদ্ধ তোমার দুয়ারে দাঁড়ানো,
হে মোর পাষাণী প্রিয়া
বদ্ধ আগল চাহি অনুদিন,
স্তব্ধ দিঠি যে হ'য়ে এল ক্ষীণ,
আর কত দিন রহিবে এ দীন
পূজা উপচার নিয়া,
হে মোর পাষাণী প্রিয়া !

মর্ম্মরে গড়া মর্ম্মের দেবী
হে মোর পাষাণী প্রিয়া !
আবাহন বুঝি করিতে নারিনু
এ মোর পরাণ দিয়া।
আমার এ হৃদি কোথা আজি বহে,
সে কথা কে জানে, সে কথা কে কহে,
বুঝ না, বুঝি না, পাগলের মত
আছি ওগো দাঁড়াইয়া,
আকুলিত চিতে নিরাশ আশায়
হে মোর পাষাণী প্রিয়া !

কত যুগ ধরি' চেয়েছি তোমারে
হে মোর প্রাণের প্রিয়া !—
করুণ বেদনা জাগে না কি বুকে
এ সাধনা নিরখিয়া ?
পশিবে না কাণে এ করুণ তান ?
স্পন্দিত কভু হবে না কি প্রাণ ?
আমার জীবন হবে অবসান
এমনি হতাশা নিয়া,
হে মোর পাষাণী প্রিয়া !

৬৭

দুয়ারে আসি'　　　দাঁড়ালে হাসি'
মুখের পানে চাই ;
কাজের ছলে　　　গেলাম চ'লে
কহিনু—চিনি নাই।
এগিয়ে এসে　　　কহিলে হেসে—
দেখ না মেলে আঁখি',
আমি গো আমি,　　　জীবন-স্বামী,
তবুও চেন　না কি ?
বিজন গেহ,　　　ছিল না কেহ,
কহিনু রোষ-ভরে—
চিনিনে কভু,　　　এসেছ তবু
কিসের ছল ক'রে ?
অশ্রু সজল　　　সান্ধ্য-কমল
মলিন হাসি মুখে
ফিরিয়া গেলে　　　চরণ ফেলে
গভীর কত দুখে।

প্রাণটা কেন কাঁদিল হেন,
কিসের ব্যথা লাগি' ?
অচিন সে যে চলিয়া গেছে,
তারেই বুঝি মাগি' ?
এলো কি আজ রাজাধিরাজ
চিনিনি তাঁরে, হায় !
চরণ-ধূলি নিইনি তুলি'
আত্ম-হারার প্রায় !
যদি-ই দেখা দিলে হে সখা—
জন্ম-যুগের ধন !
ভুলেই শুধু ডুবিনু বঁধু
বহিয়ে দিয়ে 'ক্ষণ' ।

৬৮

বেদনায় ভরা জীবন-পাত্র
দিলাম তোমারি করে ;
আপন ইচ্ছা-ভরে,
পান কর কিবা
ঢেলে ফেলে দাও
ধরার ধূলার' পরে।
অথবা তাহারে ছুঁড়ে' ফেলি' দূরে
ক'রে ফেল শত খান,
কাঁদিবে না তবু প্রাণ ;—
কানায়-কানায়
পূর্ণ-পাত্রে
কোথা আর হবে স্থান ?

হৃদয়-সিন্ধু মথিয়া আমার
তুলিয়াছ আজি যাহা—
কি যে হলাহল আহা !
মৃত্যু-বিজয়ী
কর-যুগ মেলি'
নিতে যে হইবে তাহা।
কানায়-কানায় বিষ-বেদনায়
জীবন-পাত্র ভ'রে,
দিলাম তোমারি করে।
পান কর কিবা
ঢেলে ফেলে দাও,
আপন ইচ্ছা-ভরে।

৬৯

এ প্রাণ-পাত্র ভরিয়া,
যা' ছিল আমার রয়েছি তোমার
তৃষিত অধরে ধরিয়া ;
কর পান—ওগো কর পান,
মনো-বীণা মোর মীড় দিয়ে আজ
অনাহত ধ'রে উঠুক তান ;
যত দুখ হোক অবসান,
সপ্ত স্বর্গ আসুক ভেদিয়া
মূর্ত্ত হইয়া অগীত গান।

সময় যে যায় বহিয়া,
হৃদয়ের তীরে ঢেউ তুলে' ধীরে
সুখের স্বপনে মোহিয়া।

কত রব আশা করিয়া,
মুখ পানে তব চেয়ে অনিমিষ
এ প্রাণ-পাত্র ধরিয়া।

যুগ যুগ ধ'রে   সঞ্চিত ক'রে
রেখেছি যে প্রিয় বঁধু হে !
তোমারি লাগিয়া   পরাণ ভরিয়া
প্রাণ-পারিজাত-মধু হে !
কর পান, ওগো কর পান,
চির তরে আজি নিঃশেষ কর
চির-জাগ্রত অভিমান ;
চির-দুখ হোক্ অবসান ;
সপ্ত স্বর্গ আসুক্ ভেদিয়া
বাণী-বীণা-ঝরা অ-গীত গান ;
আঁধার জীবনে   উঠুক জাগিয়া
নবালোক-ভরা নূতন প্রাণ ।

৭০

আকণ্ঠ পূরিয়া কর পান ;
চির-তৃষা হোক্‌ অবসান।
থাকে যদি—থাকে যদি সুধা,
দূর কর তাহে তব ক্ষুধা ;
রাখিও না সীমা পরিমাণ,
আকণ্ঠ পূরিয়া কর পান।

যত দিন যত বার আস,
মুখ পানে চেয়ে চেয়ে হাস ;
সে হাসি সে চাহনি তোমার
বেদনায় বিদ্ধ করে প্রাণ।

কি মুখর চির-মৌন ভাষা !
মূক সম বুক-ভরা আশা
ঢেলে দাও আঁখি-পথ দিয়া
সুতরল সুবর্ণ সমান।

ভাস্করের তীক্ষ্ণ অস্ত্রখানি
পাষাণেতে রেখা যায় টানি',
তেমনি ও-হাসিটী তোমার
মর্ম্মে মোর টানে শত টান।
ও আঁখির অন্তরাল, হায়!
শত বাহু মেলি' কিবা চায়;
কি দিব ভাবিয়া মরি যে গো
সারা চিত্ত করিয়া সন্ধান।
এ যে ঘোর মরুভূ ঊষর,
অশেষ এ বালুকা ধূসর;
হেথা কোথা শ্যামশস্পতীরা
সুশীতল তটিনীর তান?

তবু যদি ঘুরি কাছে কাছে,
মূক ভাষে বল—আছে আছে,
অমৃতের স্নিগ্ধ উৎস-বারি,
সীমাহীন শ্যামল উদ্যান।
তৃষিত অধর তব জানি;
ধর মোর প্রাণ-পাত্র খানি,
না রাখিয়া সীমা পরিমাণ,
আকণ্ঠ পূরিয়া কর পান।

৭১

আমারে কেন আনিলে ডাকি'
এই দেউলের দুয়ারে ?
কেমনে আমি পূজিব বল'
উঁহারে ?
কি আছে, বল', পূজার সাজ ?
কি দিয়ে অর্ঘ্য রচিব আজ ?
অসীম ব্যথা, অশেষ লাজ
দিলে যে শুধু আমারে !
কি দিয়ে আমি পূজিব বল
উঁহারে ?

কি আছে, বল', সম্বল মোর,
কি আছে আমার ভরসা ?
চক্ষে শুধুই উথলে অশ্রু-
বরষা।
কণ্ঠে ফুটে না স্তোত্র-তান,
ভগ্ন বীণায় বাজে না গান,
জাগে না সুপ্ত অসাড় প্রাণ
ভক্তি-পরশে সরসা ;
চক্ষে শুধুই উথলে অশ্রু-
বরষা।

আমি যে কিসের অঞ্জলি দিব
বিশ্ব-পূজিত চরণে ?
বরিয়া লব কেমনে মৃত্যু-
হরণে ?
কেমনে ধূলা-মলিন করে
পুষ্প-পত্র চয়ন ক'রে
গাঁথিব মালা, পরাণ ভরে'
ডাকিব অধম-শরণে ?
কি দিয়ে আমি বরিব মৃত্যু-
হরণে ?

অসীম তাঁরে কেমনে হেরি
সসীম আমার আঁখিতে ?
সান্ত মর্ম্ম পারে কি তাঁরে
আঁকিতে ?
বিন্দু শিশির বক্ষস্থলে ;—
সিন্ধু-সলিল কোথা উছলে ?
পারে কি অমা তিমির-তলে
সূর্য্য-কিরণ মাখিতে ?
অনন্তে হেরি কেমনে সান্ত
আঁখিতে ?

আমারে কেন আনিলে ডাকি'
এই দেউলের তুয়ারে ?
কি দিয়ে আমি পূজিব, বল',
উঁহারে ?
কি আছে, বল', পূজার সাজ ?
কি দিয়ে অর্ঘ্য রচিব আজ ?
অসীম ব্যথা, অশেষ লাজ
দিলে যে শুধু আমারে !
কি দিয়ে এ দীন পূজিবে, বল',
উঁহারে ?

৭২

ফেলে রখো ওই বীণ।—
ছিঁড়ে' গেছে তার ;— মিছে কেন আর
গুঞ্জরো রিণ রিণ ?
শ্রবণ-মধুর বাজে না তো সুর,
ও যে রোদনের ধ্বনি !
আকুল হুতাশে প্রতি-নিশ্বাসে
মৃত্যুর ক্ষণ গণি !
সর্ব্ব-হারার দুখ-হাহাকার
ভরা যে হৃদয়-পুর ;
সুরের সুধায় প্রাণের ক্ষুধায়
কেমনে সে করে দূর ?

ছিল গান যত   গাহিয়া নিয়ত
নিঃশেষ করি' দান,
পিছু চাহিবার   রাখে নাই আর—
শূন্য সকল প্রাণ !
ধরার ধূলায়   সুখে ও লুটায় ;
কেন মিছে আন' তুলি' ?
ছিন্ন তন্ত্রী,   কেন হে যন্ত্রি !
সে কথা যেতেছ ভুলি' ?
এই সন্ধ্যায়   ও যে চাহে হায় !
হইতে সমাধি-লীন ;
ছিঁড়ে' গেছে তার ;—   মিছে কেন আর ?
ফেলে রখো ওই বীণ।

৭৩

থেকে থেকে ডেকে ডেকে
আঘাত ক'রে রুদ্ধ দ্বারে,
অনাহূত হাওয়ার মত
যাও যে ফিরে' বারে বারে ?
কি এক মধুর অঙ্গ-বাসে
আঁধার গৃহ ভ'রে আসে,
মিষ্টি হাসির ঝরণা যেন
ঝরে' পড়ে হাজার ধারে।

মাঝে মাঝে ঐ যে বাজে--
ঐ যে নূপুর রিণি-রিণি,
এই যে হাসি, ঐ যে বাঁশী,
চিনিই বুঝি—চিনি চিনি !
চিনি চিনিই ভাব্‌ছি, তবু,
ভুলে' যে যাই, ওগো প্রভু !
এ মরু-মনে দাও বহিয়ে
তোমার কৃপা-মন্দাকিনী !

তোমায় আমি চাইনি, স্বামি !
প্রাণটা যে মোর পাষাণ সম ;
উৎস খুঁজি' বেড়াও বুঝি,
তাই আস যাও, প্রভু মম !
তোমার তৃষা, আমার কাছে
এমন সুধা কি-ই বা আছে ?—
থাকেই যদি, পান কর' তা'
প্রাণের মাঝেই প্রিয়তম !

৭৪

জেগে ওঠ, জেগে ওঠ, প্রাণ !
অলসতা হোক-অবসান।
রাত্রি হয়েছে ভোর ;—ভাঙ্গিবে না ঘুম ঘোর ?
শু'য়ে থেকে শকতিরে
করিবি কি অপমান ?
ওই তোর চারিপাশে ফুলগুলি ফুটে' হাসে,
মুখরিছে বনভূমি
পিক পাপিয়ার তান।
জেগে ওঠ, জেগে ওঠ, প্রাণ !

বারে বারে আসে যায় প্রভাতের মৃদু বায়
শীতল পরশ দিয়ে,
ক'রে এসে সিন্ধু-স্নান।
জাগ্রত জগৎখানি ঘোষিছে কর্ম্মের বাণী,
পশে না শ্রবণে তোর
বিশ্ব-প্রকৃতির গান?
জেগে ওঠ, জেগে ওঠ, প্রাণ!

চেয়ে দেখ—তোর বুকে দেবতা রাজেন সুখে;
করিবি না পূজা তাঁর,
রাখিবি না তাঁর মান?
প্রতি শিরা ধমনীতে শোণিত-প্রবাহ-গীতে,
প্রতি ক্ষণে মহাক্ষণ
হয় তোর অবসান।
জেগে ওঠ, জেগে ওঠ, প্রাণ!

যাহা কিছু ভাঙ্গা-গড়া   যাহা কিছু বোঝা-পড়া
করিবি কি বহে' গেলে
এই দীপ্ত দিনমান ?
সাজিস্ না মিছে মরা,   জাগিয়া ওঠ রে ত্বরা,
মৃত্যু ত মুহূর্ত্ত গোণে
শিয়রেতে—সাবধান।
জেগে ওঠ, জেগে ওঠ, প্রাণ !

সম্মুখে অশেষ পথ,   সাজানো সোনার রথ,
বাতাসে ভাসিয়া আসে
শোন্ কা'র আহ্বান।
তোর ত সকলি আছে   তবে কেন প'ড়ে পাছে ?
মোহ টুটে' চল্ ছুটে'
আগে আগে গেয়ে গান।
জেগে ওঠ, জেগে ওঠ ,প্রাণ !

৭৫

চিররুদ্ধ কারা-গৃহ মাঝে
অতি ক্ষুদ্র বাতায়ন-পথে
প্রতিদিন উদয়ের ক্ষণে,
রবি আসি' অরুণের রথে,
অতি ধীরে অতি সঙ্গোপনে
সুউজ্জল কর প্রসারিয়া
দেহ মন তুলে উলসিয়া,
প্রতিদিন ডেকে যায় মোরে
বাহিরিতে বাহির জগতে।

পাখী গায়—দেখ একবার
বাহিরের শোভা চমৎকার,
আলো-ভরা রামধনু-আঁকা
গাঢ়নীল আকাশ উদার !
সুদূরের কত কথা ক'য়ে
ক্ষুদ্র পথে বায়ু যায় ব'য়ে,
ভূলুণ্ঠিত অঞ্চল আমার
কাঁপাইয়া দিয়া বার বার।

ভুলে' যাই—রুদ্ধ মোর দ্বার,
ভুলে' যাই—বদ্ধ কারাগার,
ছুটে' যেতে লুটে' পড়ি ভূঁয়ে—
ক্ষত-মুখে ছুটে রক্তধারা ;
বেদনায় কেঁদে উঠে প্রাণ,
ছুটে স্বপ্ন, মোহ অবসান,
তবু শুনি' বাহিরের ডাক
ক্ষণে ক্ষণে চিত্ত আত্মহারা।

৭৬

ওগো ফিরাইয়া লহ বিদ্যুৎভরা
আঁখির দৃষ্টি-টুক,
ক্ষণে ক্ষণে যাহা বিঁধিছে আমার
ক্লিষ্ট কাতর বুক ;
ক্ষণে ক্ষণে যাহা উথলি' তুলিছে
বুকের শোণিত-ধারা ;
কভু বা করিছে স্তম্ভিত প্রাণ
উদাসী আপনা-হারা।
শুনি নাই কথা, জানি না পরশ,
শুধু দেখি—থাকো চেয়ে ;
বাঁকা নয়নের সে দিঠি তোমার
ফেলে যে আমারে ছেয়ে !
অবশ বিহ্বল কম্পিত পদে
পথ ব'য়ে চ'লে যাই,
যমুনার জলে ভরিতে গাগরী
ভুল হ'য়ে যায় তাই।

শূন্য কলস, গমন অলস,
আন-মনে ফিরে' চলি ;
রোষে গুরু জন, হাসে সখীগণ,
কি ব'লে তা'দেরে ছলি ?
চাহনি তোমার কি যে বলে, ওগো!
নীরব মৌন ভাষে,
উতলা আমারে ক'রে তোলে শুধু,
থাকিতে নারি যে বাসে।
লহ ফিরে' লহ যে দিঠি তোমার
পাগল করে গো হিয়া,
অথবা লহ এ দাসীরে তোমার
সকল পরাণ দিয়া।

৭৭

তোমারি চরণ-তলে
পড়িব লুটে',
রয়েছে গোপন আশা
হৃদয়-পুটে।
অরুণ-কিরণ-পাতে
শতদল যথা প্রাতে,
তোমারি প্রসাদে প্রভু
তেমনি ফুটে'
পড়িবে এ দীন হিয়া
চরণে লুটে'।

ধূলা মাটী জমেছে যা'
আমারে ঘিরে',
ধুয়ে নিতে হবে তব
করুণা-নীরে।
শ্রান্ত শিশু দিনশেষে
জড়ায়ে ধরিলে এসে',

ধূলি মাটী মুছে নেয়
জননী ধীরে,—
তেমনি আমারে নিও,
চুমিয়া শিরে।

অবসান হ'য়ে আসে
দিবস খানি,
আলোক আকাশে যাচে
বিদায়-বাণী ;
পথে পথে ঘুরি' কত,
হাসি' কাঁদি' অবিরত,
এসেছি ও-পদে দিতে
হৃদয় খানি ;
লহ প্রভু দয়া ক'রে—
অধম জানি'।

৭৮

জীবনের যত ব্যথা
লুকাইয়া যতনে
রেখেছিনু এত দিন
দীন যথা রতনে ;
ভেবেছিনু—কভু তারে
জানিবে না একেবারে,
আঁধারের পারাবারে
ঢেলে দিব গোপনে,
সঞ্চিত ব্যথা শত
ছিল প্রভু এ মনে।

সাধনার ধন মোর
সারাদিন ধরিয়া
আপনার ব'লে তোমা
নিইনি ত বরিয়া ;

প্রেম-প্রীতি-ফুল-দলে
ও রাজীব পদতলে
দিই নি ত কোন ছলে
এক দিনো ধরিয়া ;
আপনার ব'লে তোমা
নিই নি ত বরিয়া।

আজ তাই চেয়ে চেয়ে
সন্ধ্যার গগনে,
দুলে' দুলে' উঠে হিয়া
নিশ্বাসি' সঘনে ;
কোন্ মুখে কোন্ লাজে
ডাকিব আমার মাঝে
তামসী-জীবন-সাঁঝে
শেষ এই লগনে ;
দুলে' উঠে হিয়া মোর
নিশ্বাসি' সঘনে।

৭৯

ভেবেছিনু মোর আঁধার হৃদয়
তব রূপে গেছে ভরিয়া ;
ভেবেছিনু মোর অবোধ বাসনা
কেঁদে কেঁদে গেছে মরিয়া।
ভেবেছিনু—কিছু নাহি চাহিবার,
পিছনে ফিরিয়া চাহিব না আর,—
বাঁধন কাঁদন কুহেলি স্বপন
ভেঙ্গে খসে' গেছে সরিয়া ;—
অবুঝ বাসনা, অশেষ কামনা,
ভেবেছিনু—গেছে মরিয়া।

বেলা শেষে, তাই, সমীরণ যাই
ক'য়ে গেল কাণে কাণে—
'ঘন ডাকে দেয়া, ওই শেষ খেয়া
যায় ওপারের পানে'।
চমকিত চিতে তরণীতে উঠি'
দেখি—দীন হিয়া পড়িয়াছে লুটি',
ব্যর্থতা তা'র আনে হাহাকার
স্বপনের স্মৃতি স্মরিয়া ;
ভেবেছিনু—শেষ, দেখি যে অশেষ
রহিয়াছে হৃদি জুড়িয়া !

৮০

সুন্দর সেজেছ আজি
    হে চির সুন্দর !
আমার ব্যথার রঙে
    রঞ্জিত অম্বর।
কনক-কীরিট 'পরে
    অশ্রুজল মম
মহার্ঘ মুকুতা সম
    ওগো প্রিয়তম
আদরে পরেছ যে গো ;
    বকুলের মত
বিফল বাসনা মোর
    ঝরেছিল যত
মরমের এক পাশে,
    নব উষালোকে
মোহন মালার মত
    আজি যে ঝলকে !

এ দীর্ণ হৃদয় বুঝি
তব পদতলে
ঢাকিয়াছে রাগারুণ
শত শতদলে।
ছিনু দুখে অচেতন,
জানি নাই আগে—
আমার বেদনা তব
এত ভাল লাগে!
তা হ'লে কি দুঃখ ব'লে
করি' এত হেলা
কাটায়ে দিতাম এই
জীবনের বেলা?

৮১

সারাটী জনম ভ'রে
আছিনু কি শয়নে ?
কুহেলি কি ঘিরে' ছিল
এত দিন নয়নে ?
আজ এই ভরা সাঁঝে
পেয়েছি যা' পথ-মাঝে,
আসিয়াছি দিতে তাই
তব রাঙ্গা চরণে,—
সারাটী জনমে মোর
পড়ে নি যা' নয়নে।

যে প্রাণ ঘুমিয়ে ছিল
বুকখানি জুড়িয়া,
চিনি নাই এত দিন
যা'রে ধরা ঘুরিয়া ;
তোমারি পরশ লাগি'
সে যে গো উঠেছে জাগি',
—মূরলীর রবে যথা
গোপ-বধূ শয়নে,—
সারাটী জনমে মোর
পড়ে নি যা' নয়নে।

৮২

যা' পেয়েছি তোমার এ ভবে,
সব নাকি ফেলে যেতে হবে ;—
এই দুখ-সুখ-রাশি,
এই অশ্রু, এই হাসি,
প্রাণে-প্রাণে এই পাওয়া,
বুকে-বুকে ঢেলে দেওয়া,
তোমার এ ধরণীর ধূলাতেই রবে।
—সব নাকি ফেলে যেতে হবে !

যাদেরে আপনা ভুলি'
হৃদয়ে নিয়েছি তুলি',
স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা,
বুক-ভরা এত আশা,
উছলিত প্রীতিরাশি
আনন্দ-উৎসবে ;
—সব নাকি ফেলে যেতে হবে !

কোন্ সে অশেষ পথে,
কোন্ বিস্মৃতির রথে,
কোন্ অ-জানার পানে,
কোন্ অ-জানার গানে,
মুগ্ধ হ'য়ে অ-জানিত
বাঁশরীর রবে,
সব নাকি ফেলে ফেলে যেতে হ'বে !

মিছা হাসি, মিছা বাঁশী,
মিছা ঝরে অশ্রুরাশি,
আমি ত জানিনা তাহা,
আমি ত মানিনা তাহা ;
মরমে যা' মিশে গেছে
মরণে তা' রবে,—
যা পেয়েছি তোমায় এ ভবে !

কত যুগ যুগান্তর,
কত জন্ম জন্মান্তর,
তা'ই নিয়ে কাঁদা-হাসা,
তা'ই নিয়ে বাঁধা বাসা ;—
দিয়ে-নিয়ে যাওয়া-আসা
কে ছেড়েছে কবে ?—
সব যদি ফেলে যেতে হবে !

৮৩

যাওয়ার তরেই আসা শুধু
আসার তরেই যাওয়া,
কাল-সাগরে জীবন-তরী
অনন্তকাল বাওয়া।
এই কি তোমার বিধান, প্রভু,
মিল্‌বে না কূল-কিনার কভু ;
সার হ'বে কি আকুল চোখে
তীরের পানে চাওয়া ?

কত যুগ আর কত জনম
তরী আমার সাগর বুকে
ঢেউয়ের তালে উঠে'-পড়ে'
ছুট্‌বে অনির্দ্দেশের মুখে ?
মাঝে মাঝে তোমার বাঁশী
আকুল আরো কর্‌বে আসি' ;
বাঁধ্‌তে তরী দেবে না কি
বাসনারই হাওয়া ?
যাওয়ার তরেই আসা শুধু
আসার তরেই যাওয়া !

৮৪

আমার এ ধরণীর দেওয়া নেওয়া
আজ শেষ ;—
নাহি মান অভিমান, প্রাণে আর
লাজ-লেশ !
কোনো কথা কহিবার,
কোনো ব্যথা বহিবার,
পিছনেতে নাহি প'ড়ে কোন কাজ
অবশেষ।

সম্মুখে অপার সিন্ধু রয়েছে
শয়ান পাতি' ;
গরজিয়া গাহে আজি 'তোর যে
পয়াণ-রাতি' ;
আধো-ঢাকা তারাগুলি
চাহে কভু মুখ তুলি',
মেঘ-তপোবনে শশী রয়েছে
ধেয়ানে মাতি'।

গভীর আঁধার রাতি, নাহি
কারো দরশন ;
চপলা চমকে ঘন, ঘন
দেয়া-গরজন ;
তবু ভয় নাহি আর,—
একা আজি হব পার,
পেয়েছি অ-দেখা তা'র অভয়
সে পরশন ।

দেওয়া-নেওয়া চুকে' গেছে,
বাকী নাহি কোনো কাজ ;
কে ডাকে বুকের মাঝে,
শোন্ ওরে শোন্ আজ !
ডুবে যদি যায় তরী
তবু নাহি তা'য় ডরি,
ভয়-ভাঙ্গা ডাক-টুকু
শুনেছি যে মনোমাঝ ।

৮৫

তপ্ত ধরণী হইল শীতল
বিমল স্নিগ্ধ বায়ে,—
জগৎ যখন ভরিল সান্ধ্য ছায়ে,
চাষীরা যখন ফিরে এল ঘরে
শ্রান্ত মাঠের-কাজে,—
আরতি-শঙ্খ ধ্বনিয়া উঠিল
দেবের দেউল মাঝে ;
বনানী যখন আঁধারে হইল হারা,
মেঘের আড়ালে দু' একটী করে'
উঠিতে লাগিল তারা,—
ক্লান্ত-হৃদয়ে জীবন-তরণী
ফিরিবারে চাহে কূলে ;
আঁধারে ঢেকেছে তটিনীর তট—
পথ ত গিয়াছি ভুলে'।

ছুটিছে লহর শাওন নদীর বুকে ;—
দিক্-হারা হায় ! যাব আমি কোন্ দিকে-
পিছে কি সম্মুখে ?
গুরু গুরু গুরু গরজিছে দেয়া,
চপলা চমক হানে,
জল-কল্লোল পশিছে স্তব্ধ প্রাণে— ;
এ জীবন-তরী হেরিবে না বুঝি
আবার নবীন উষা—
তরুণ অরুণে কনক-কিরণ-ভূষা।
আঁধারে আজিকে বিদায়, ধরণি !
আঁধারেই শেষ দেখা,
অজানা অতলে খুঁজিতে চলিনু
নূতন পথের রেখা।

৮৬

আলোক-পুলকে ঝলমল করে
অ-জানা যাত্রা-পথ !
পাখীর বাসায় নব-জাগরণ,
নূতন আলোকে ভরেছে ভুবন,
তুষার-কীরিটে সোণার ঝলক—
হাসে যত বন পর্ব্বত ;
—এসেছে অরুণ-রথ।

সুনীল সাগরে উঠিছে ফুটিয়া
সোণার কমল-দল,
লহরে লহরে দোলাইছে তা'রে
সমীরণ চঞ্চল।
পুঞ্জ-ফেনের শুভ্র মরাল
চঞ্চুতে ধরি' পদ্ম সনাল
দলে দলে দলে ছুটে তীর পানে
উদ্দাম উচ্ছল !

ছুটে' চলে মোর মানস-তরণী
কোন্ সুদূরের পানে,
কূল-হারা—নাহি দিক্-নিরূপণ,
কোন্ অজানার গানে।

পালে লাগে শুধু সাগরের হাওয়া ;—
কোথা হবে শেষ এ তরণী বাওয়া ?
যাত্রা-পথে ত রবে এ আলোক
পূর্ণ তাহারি তানে ?

৮৭

মহা-সিন্ধুর দোদুল-বুকে
শুভ্র অমল পালটী তুলে'
তোমার সুরের সোণার-তরী
দাও গো এবার দাও গো খুলে'।
দূর সাগরের বাতাস আসি'
ভিজে গায়েই নাচ্‌ছে হাসি',
কল্লোলেরি নূপুর পায়ে
ঢেউগুলি ধায় দুলে' দুলে'।—
দাও গো তরী দাও গো খুলে'।

তরুণ অরুণ কনক-করে
নীল সাগরের বক্ষ'পরে
আঁক্‌ছে ছবি কতই ভাবের,
রেখার ভাষায় মন যে ভুলে !

সব-ভুলানো ডাকটি যে কা'র
বুকের মাঝে আস্‌ছে আমার,
তরীর পাশেই ঘুর্‌ছি যে তাই—
ভ্রমর যেমন বিভোর ফুলে।
ওই অসীমের সীমার শেষে
প্রাণ যে আমার যাচ্ছে ভেসে,—
তোমার সুরের তরীর 'পরে
নাও গো মোরে নাও তুলে'।
মহা-সিন্ধুর দোদুল-বুকে
দাও গো তরী দাও খুলে'।

৮৮

এই তুফান ভরা মাঝ-গাঙে
টল্‌মল্‌ টল্‌ জীবন-তরী
শুধুই কেবল ঢেউ ভাঙে।
শেষ পহরের ভাদর বেলা
মেঘের সনে কর্‌ছে খেলা,
ক্ষণিক ধারায় ঝাপ্‌সা দিঠি,
কূল-কিনারা কোন্‌ খানে ?

অপার তরি' সোণার তীরে
ঠেক্‌বে কবে আমার তরী,
নিশার শেষে উজল ঊষা
জীবন দেবে ধন্য করি' ?
বুঝিয়ে দিয়ে সকল বোঝা
তাঁর চরণেই পড়ব সোজা,
সেই সে আশার রামধনু যে
আজ্‌কে আমার মন রাঙে,
এই তুফান-ভরা মাঝ-গাঙে।

৮৯

শেষ-বিদায়ের বাণী আমার
বল্ রে তোরা বল্,
ত্বরায় তোরা ফেল্ রে মুছে'
নয়ন-ভরা জল।
সাগর-বুকে বান এসেছে,
তরীর বুকে পাল তুলে দে,
দে খুলে দে বাঁধন খুঁটার—
বেঁধে কি আর ফল?
বিদায়-ক্ষণের বাণী তোরা
বল্‌রে এবার বল্!

অচিন-দেশের আস্‌ছে হাওয়া,
লাগ্‌ছে আমার গায়।
শিরা যে সব শিউরে উঠে,
আর কি থাকা যায়?

পাহাড়-ভাঙ্গা আস্‌ছে যে ঢেউ,
রুধ্‌তে তারে পার্‌বি কি কেউ ?
কল্‌ কল্‌ কল্‌ আস্‌ছে ডেকে
জোরে জোয়ার-জল ;
যাবার সময় নিকট এখন
বিদায়-বাণী বল্‌ ।

৯০

শেষ বিদায়ের গান

বারেক তুমি গাও না, শুনি'
ভরুক্ আমার প্রাণ !
পান্থ আমি যাচ্ছি দূরে,
বুক ভ'রে নিই তোমার সুরে,
বিজন পথে একলা যেতে
শুন্‌ব তোমার তান ;
গাও না তুমি গান।

কাঁটা ফুটে' পেলেও সাজা,
ওগো আমার গানের রাজা !
মুগ্ধ তোমার মোহন সুরে
কর্‌ব অভিযান ;
গাও না তুমি গান।

আমার শূন্য হৃদয়-ভূমি
গানে ভ'রে দাও না তুমি,
আকাশ-নীলে দীপক জ্বেলে
দাও গো শেষের দান,—
আমার শেষ-বিদায়ের গান।

৯১

যত কথা ছিল, হে প্রভু আমার !
হৃদয়ের মাঝে ছড়ায়ে,
যত ব্যথা ছিল লতিকার মত
মর্ম্মে মর্ম্মে জড়ায়ে,
ভেবেছিনু মনে তোমারি চরণে তাহা
বিদায়ের কালে নিবেদি' যাইব, আহা !
আপনারে আমি
লুকায়ে ফেলিব
আলোর আড়ালে সরায়ে।

লুটিছে আজিকে ব্যাকুল পরাণ,
পূরিল না সেই আশা ;
কণ্ঠে আমার ফুটিল না সুর,
মৌন রহিল ভাষা ;
তবু—তবু এই আধ-খানি গাঁথা মালা,
দীন-হৃদয়ের-আকুল-আবেগ-ঢালা,
চির করুণায়
লইও তুলিয়া
শিব করযুগ বাড়ায়ে ॥

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী।